



বৈভবকে নিয়ে
টানা পোড়েন
সিরিজ দখলে চোখ

১২

গেট টপকে
যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ

৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা
৩৪° | ২০° | ৩৩° | ২০° | ৩৪° | ২০° | ৩৩° | ১৯°
সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন শিলিগুড়ি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন জলপাইগুড়ি সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন কোচবিহার সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন আলিপুরদুয়ার

উমা
চ্যাসছে
২ দিন পর

২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 148

আজ চতুর্থী



উমার আগমনে সেজে উঠেছে মণ্ডপ। কলকাতার বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পূজোয়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

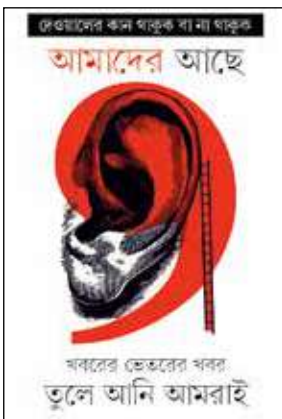
উত্তরের ঠোঙে

বিরোধী
অনৈক্য,
উৎসবের
মরশুমের
অপেক্ষা পদ্মে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



রাজধানীর গত তিনদিন ধরে যে সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে, জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার, তার অভিঘাত আটকে নেই শুধু দিল্লির সীমানায়। প্রতিবাদের সাইক্লোন ছড়িয়ে পড়ছে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে। একসময় যে কথাটা ফিশফিশ করে বলত লোকেরা, এখন সেটাই শোনা যাচ্ছে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রায়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন। হকারদের মুখে, অটো ড্রাইভারদের মুখে, পথচারীর মুখে, ব্যবসায়ীর মুখে। বিজেপি ভোট জিতছে নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে চুরি করে। 'ভোট চোর' শব্দটা অনেক দেওয়ালে সাদা চুনকাম করে মোছার চেষ্টায় দিল্লির পুলিশ লাভ হচ্ছে কই ভাই? ক্ষমতার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষের ভয়। সেই ভয়টাই যদি ভেঙে যায়, তা হলে সরকারের



হাতে আর কতটা শক্তি অবশিষ্ট রইল? রাজধানীর তিনদিনের ঘটনাবলি সেই প্রশ্নটাই সামনে এনে দিয়েছে। রাজপথে যাতে বিক্ষোভকারীরা শুয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য কর্পোরেশনের কর্মীরা ময়লা গাড়িতে এনে বাকবাকি রাজপথে ফেলে দিচ্ছে। ভাবা যায়? কার মস্তিষ্কপ্রসূত এটা! যন্তরমন্তরও বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গই আপাতত একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে আছে গোটা দেশে। তরঙ্গহীন, প্রতিবাদহীন। বাকি সব রাজ্যে 'ভোট চোর' শব্দটা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। মানদিস সরকার যে নির্বাচন কমিশনের কাজে লাগিয়ে ভোট চুরি করতে অভ্যস্ত, সেই অভিযোগ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। রাজধানীর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেই সবাই সম্মতের বলছেন তা। সেখানে রাষ্ট্রাঘাতে যেভাবে সবাই প্রকাশ্যে ভোট চুরির কথা বলছেন, তাতে বোঝা যায়, আগের মতো ভয় উধাও চারদিক থেকে। ভিপি সিং যখন রাজীব গান্ধি সম্পর্কে আওয়াজ তুলেছিলেন, এরপর দশের পাভায়

কেনাকাটার ফাঁকেই মণ্ডপে টু

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৩ অক্টোবর : কোথাও মণ্ডপের সাজসজ্জা চলছে, কোথাও প্রতিমায় পড়ছে তুলির শেষ টান। তবু মঙ্গলবার তৃতীয়ার সন্ধ্যাতেই জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও মালবাজারে পূজোর আমজটা বেশ স্পষ্ট ধরা পড়ল। উদ্বোধনের অপেক্ষায় মণ্ডপের সামনে ভিড় জমালেন অনেকে। কাউকে বাজার সেরে ফিরতে দেখা গেল, কেউ অসম্পূর্ণ মণ্ডপেই ছবি তুলতে বেশ ব্যস্ত থাকলেন। দিশারি, বাবুপাড়া ও তরুণদলের পূজো তখন উদ্বোধনের তোড়জোড়। দিশারির মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে। এ বার উদ্বোধক কোনও নেতা বা মন্ত্রী নন। গজলডোবায় হস্তীশাবক ঈশ্বারে এগিয়ে আসা পাঁচ তরুণ, বাবুল দাস, অজয় দাস, বিধানাথ দাস, গোপাল দাস ও মিত্র দাসের হাতেই খুলল উমার দরবারের দরজা। শহরের বিশিষ্টজন, বিধায়ক, জেলা শাসক, সদর মহকুমা শাসক ও চিকিৎসকদের সামনে এমন সম্মান পেয়ে পাঁচজনে দারুণ আনন্দ। সম্মানিত বোধ করলেও চোখেমুখে লজ্জার ছাপটাও স্পষ্ট। সংবর্ধনা

নওয়ার সময়ও ফুটে ওঠে লাজুক হাসি। ক্রিতে কেটে উদ্বোধনের পর বিশিষ্টজনদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড়ও দ্রুত বাড়ে। কারও পিঠে স্কলবাগ, কারও হাতে বাজারের থলে। পূজোর টানে মণ্ডপমুখী হন সকলেই।



জগতি সংঘের পূজোমণ্ডপে তৃতীয়ার ভিড়। ময়নাগুড়িতে। -বাণীব্রত চক্রবর্তী

সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় বাবুপাড়ার পূজোমণ্ডপ। তখনও বনেদি বাড়ির দালানের সিঁড়িতে রং করার কাজ চলছিল। ঢাকির দল বোল ধরতেই বাটোর্থ তনুশ্রী চক্রবর্তী হাত জোড় করে বলে উঠলেন, 'মা... মাগো... সকলের মঙ্গল করো মা!' তরুণদলের

হাতে সেলফি তুলছিলেন বছর পাঁচিশের অন্যান্য রায় ও সমাদৃত যোষা। অন্যান্য কথায়, 'আজ তো শপিংয়ে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখলাম মণ্ডপে প্রতিমা টুকরো। তাই একটু ছবি তুলে রাখলাম। পরে ভিড়ে যদি না তুলতে পারি!' এরপর দশের পাভায়



একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!



গ্রেপ্তারে
গড়িমসি নয়,
কড়া শুভেন্দু

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : প্রশান্ত বর্মনের আশায় জল। সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদনে কোনই দিল না। বরং হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের এই প্রাক্তন বিডিওকে কড়া ভাষায় ভরৎসনা করে শীর্ষ আদালত। প্রশান্তর আইনজীবীর প্রতি আদালত মন্তব্য করে, 'একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!'

গত মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন প্রশান্ত। মঙ্গলবার সেই মামলার শুমানিতে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ সেই আবেদন কার্যত পত্রপাঠ খারিজ করে। প্রাক্তন বিডিও'র পাশাপাশি কোর্টের রোয়ের মুখে পড়ে রাজ্য সরকারও। বেঞ্চের বক্তব্য, 'আপনারা (রাজ্য প্রশাসন) কী করছেন? হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এখনই পদক্ষেপ করুন!'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি দ্বুগ গত মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সেদিন থেকে বেতন বন্ধ করতেও বলেছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই প্রক্রিয়া আদৌ শুরু হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্য সরকার সত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রশান্তের হিঁদস জানা নেই পুলিশের। খোঁজ চালাচ্ছে বলে ভাঙা রেকর্ডের

প্রশান্তর
বিস্ময়

ডেরা বদলে
নেপালে?

শুভঙ্কর চক্রবর্তী লোকজনও আসেন বাড়িটিতে।' সুত্রের খবর, শুক্রবার গুয়াহাটীর একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত। সেই বৈঠকে প্রশান্ত-পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও বিশ্বস্ত সুত্রের খবর অনুসারে, এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত। তার সঙ্গে বিশ্বস্ত দুজন শাগরেদ রয়েছেন। তাদের একজনের বাড়ি কোচবিহারের খোন্টা এলাকায়, অন্যজনের বোকালিরমঠে। শিলিগুড়ির এক আইনজীবীর মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ রাখছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশান্ত শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পাঠিয়ে গিয়েছেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

■ এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত

■ হাইকোর্টের রায়ের পরের দিনই আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় দেখা গিয়েছে

■ শুক্রবার গুয়াহাটীর একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত

■ সোমবার শিলিগুড়ির স্টেশন ফিভার রোডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরেদ

ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির আইনজীবীরা এক জুনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকেই মেম্বলয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় রিসর্টের খোঁজখবর করেন প্রশান্ত। সুযোগ বুঝে তিনি সেখানে গা-ঢাকা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর দশের পাভায়

সই বিতর্কে বোর্ড গঠনে নয়া জটিলতা

সৌভদেব

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : পুরসভার বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে নতুন করে জটিলতা তৈরি হল। বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নির্বাচনের মিটিং ডাকার চিঠিতে স্বাক্ষরকারী ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিংকু বিশ্বাস মঙ্গলবার এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তিনি জেলা প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সেকথা জানিয়েছেন। ফলে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া কার্যত ভেঙে যাওয়ার পথে। প্রশাসনকে দেওয়া চিঠিতে পিংকু উল্লেখ করেছেন, ওই মিটিং ডাকার নিয়মিত তিনি না বুঝেই স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনি থাকবেন না।

এদিকে, বোর্ড গঠন নিয়ে হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা অনুযায়ী কাউন্সিলারদের হাতে নতুন করে মিটিং ডাকার সময় আর নেই। ফলে এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আগামীদিনে জলপাইগুড়ি পুরসভা পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসকের হাতেই থাকছে, তা একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে গেল। বোর্ড গঠন থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে পিংকু বলেন, 'বর্তমানে সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির

কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর এই বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকব না। আর মিটিং ডাকার নিয়মিতের বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। যে কারণে প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, আমি বোর্ড গঠন এবং মিটিং ডাকার প্রক্রিয়া থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিলাম।'



পিঙ্কুর চিঠি নিয়ে জেলা বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন।

বোর্ড গঠনের কয়েক ঘণ্টা আগে পিংকুর এই বেসুরো হওয়ায় ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এক তৃণমূল নেতার উক্তি, 'বিজেপির চাপে পিংকু বিশ্বাস এমনটা করেছেন।' যদিও পিংকু দাবি করছেন, এই সিদ্ধান্ত নিতে তাকে কেউ কোনও চাপ সৃষ্টি করেননি। এরপর দশের পাভায়

বাছাই করা
খবর দেখতে
স্ক্যান করুন

পোশাকে সাজবে রেমোরা
ভুলুরা যত্নের অপেক্ষায়



কথা ছিল...হেঁটে যাব...ছায়া পথ... রাত দুটোয় হালকা সাউন্ডে 'অন্তহীন'-এর গানটি একমনে শুনছিলেন রাই। আশ্বিনের রাত। বাতাসে শিউলির সুবাস। আশপাশের বাড়ি-ফ্যাটের আলো নিভেছে। স্ট্রিট লাইটের ঠিকরে পড়া আলোয় পরিবেশটা আরও স্নিগ্ধ, মায়ারী। রাই দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির ফ্যাটের ওই ব্যালকনিতে দাড়িয়ে গান শুনতে শুনতে তার মনে পড়ে যাচ্ছিল কলেজ জীবনের কথা। বন্ধুত্বের সঙ্গে আড্ডা, পূজোয় একসঙ্গে ঠাকুর দেখা, খাওয়া-দাওয়া। আরও কত কী! সেসব দিন কি ভালো যায়! পূজো দরজায় কড়া নাড়ছে। পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা রাই ভাবছিলেন, বাড়ির সবার জন্য কেনাকাটা মোটামুটি শেষ। চকোলেট-এর জন্যও তিনটি জামা কেনা হয়েছে। চারপেয়ে

পোশাকে সাজবে রেমোরা
ভুলুরা যত্নের অপেক্ষায়

পুজো তো ওদেরও!

চকোলেট আদতে ল্যাবরাডর কুকুর। ধূপগুড়িতে রাইয়ের পৈতৃক বাড়িতে থাকে। বিস্কুট রং। মায়ারী চাইনি। কখন যে সে পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে, কেউই টের পায়নি।

পূজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে হুইহুই করে কাটানোর অপেক্ষায় থাকেন রাই। অবশ্যই চকোলেট-এর সঙ্গে খুনশুটির অপেক্ষা। রাইয়ের কথায়, 'চকোলেট আমার সন্তানসম। পেশার সূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময় শিলিগুড়িতে থাকি। সেকারণে ওকে খুব একটা সময় দেওয়া হয় না। পূজোর সময় তাই ওর যত সখা আমার সঙ্গে। দিনেরবেলা কাছপিঠের মণ্ডপে ওকে নিয়ে যাই প্রতিবার।

এবারও হচ্ছে রয়েছে।' বাড়ির আর পাঁচজনের মতো চকোলেট-এরও পূজোর পোশাক চাই। এক নয়, একাধিক। একটি পোশাকে চকোলেট-এর মন উঠবে কি পায়নি।

না পরের কথা, কিন্তু রাইয়ের মন ভরে না। কী কী কিনেছেন চকোলেটের জন্য? রাই বলেন, 'অনলাইনে শেরওয়ানি, বো-টাই আর ব্যান্ডানা কিনেছি। পূজোয় চকোলেট পরবে। উৎসবে আমরা নতুন পরব, ও পরবে না, তা কেমন করে হয় বলুন!' শুধু কি পোশাক, পূজোয় চকোলেট-এর ট্রিমিংয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে রাইয়ে। একা রাই নন কিন্তু। এ গল্প রাইয়ের মতো আরও অনেক 'পেট-পেরেন্ট'-য়ের। পোষ্যদের মালিক-মালিকিনদের এটাই স্মার্ট পরিচয়-পেট-পেরেন্ট। তাঁদেরও বহু পরিকল্পনা পূজোয়। নিজের যত্ন, পোশাক, স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে তাঁরা যেমন সচেতন, তেমনই সতর্ক পোষ্যের যত্ন, তাকে সাজানো নিয়ে। শিলিগুড়ির আরাক্রিকা দাসের কথা ধরা যাক। নিজের ও পোষ্যের জন্য একই রংয়ের পোশাক কিনেছেন। তিনি বলেন, 'নিজের জন্য অলিভ গ্রিন শাড়ি কিনেছি। আর জেরির (গোল্ডেন রিট্রিভার) জন্য একই রঙের বো-টাই। আর হ্যাঁ, সঙ্গে সানগ্লাসও।' ঠিক ধরেন, সানগ্লাস পরবে পোষ্যও। এতদিন পূজো মানেই ছিল পরিবারের সকলের নতুন জামা, প্যাভেল হিপিং, আর জমজমাট খাওয়াদাওয়া। এরপর দশের পাভায়

যৌন হয়রানি রুখতে কড়া শিক্ষা দপ্তর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশ জারি করল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। শুধু কমিটি গঠনই নয়, নির্দিষ্ট অনলাইন ফর্ম এবং ই-মেলের মাধ্যমে দ্রুত সেই কমিটির সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের এই কড়া নির্দেশিকা হাতে পেতেই আলিপুরদুয়ার সহ গোটা রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা এখন দ্রুত তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, মূলত ২০১৩ সালের ‘কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিকার)’ আইনটিতে সার্বিকভাবে কার্যকর করতেই এই উদ্যোগ। ওই আধিকারিকের কথায়, ‘আইনে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করা হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৭০ শতাংশ থাকবেন মহিলা সদস্য। সব স্কুল ইতিমধ্যে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে।’

শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্দেশ জারির তারিখ থেকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে নিশ্চিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে স্কুলগুলিকে। এই তথ্য সংগ্রহের সর্বকাল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। তাঁরা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, শুধু অনলাইন ফর্ম পূরণ কলেই চলবে না। তার পাশাপাশি, কমিটির সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য সহ সংশ্লিষ্ট নথির স্ক্যান কপি নির্দিষ্ট ই-মেল ঠিকানাতেও পাঠাতে হবে। অর্থাৎ, নিধারিত সময়সীমার মধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে উভয় পদ্ধতিতে তথ্য জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম থাকায় কমিটি গঠনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেকথা মাথায় রেখে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ সদস্য জোগাড় করতে অসুবিধা হলে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা যাবে। শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাগত জানিয়েছে শিক্ষক মহল। জেলার একটি স্কুলের শিক্ষক পার্থ রায় বলেন, ‘নতুন সরকার স্কুলে যেমন পুণ্যায়দের নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়েছে, তেমনি শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কথাও ভাবছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলের যাবতীয় তথ্য গুণল ফর্মে জমা করে দিয়েছি।’

এশিয়াটিক সোসাইটি-সাহিত্য সভার মউ ৫৩৯টি পুঁথির ডিজিটাল সংরক্ষণ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে ডিজিটাল সংরক্ষণের পথে কোচবিহার সাহিত্য সভা লাইব্রেরি। গ্রন্থাগারে থাকা ৫৩৯টি শতবর্ষ প্রাচীন পুঁথিকে এবার ডিজিটাল সংরক্ষণ করা হবে। এজন্য কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিন বছরের মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের উদ্যোগে দেশজুড়ে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের কাজ করছে জ্ঞান ভারত মিশন। সেই প্রকল্পের অধীনেই বিশেষজ্ঞরা কোচবিহারে এসে পুঁথিগুলির ডিজিটালাইজেশনের কাজ করছেন।

ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা ঘরে বসেই এই পুঁথিগুলি দেখতে ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে যেমন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হবে, তেমনি কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার নতুন দরজাও খুলবে বলে জানানোলেন গ্রন্থাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তথা বিটি আড ইভনিং কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক তাপস পাল।

এই গ্রন্থাগার প্রায় সাড়ে পাঁচশোর বেশি প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। বেশিরভাগই সংস্কৃত ভাষায় লেখা, কিছু বাংলায়। এই পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ব্যবাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারতের অনুবাদ, মহারাজা প্রাণনাথায়শের সমসাময়িক কিছু পুঁথি, মহাভারতের আদিপর্ব, বিষ্ণুপ্রসাদমিশ্র, অর্জুন মিশ্রের টিকা সংবলিত পুঁথি সহ বহু দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত। এই পুঁথিগুলির সবক’টিই বর্তমানে ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস তত্ত্বাবধানে রয়েছে। গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে বৃহস্পতিবার সোঁট বন্ধ থাকে। সেই অর্থে সাধারণ পাঠকের অনাগোনা কম হলেও ইদানীং গবেষকদের ভিড় বাড়ছে বলে জানান



কোচবিহার সাহিত্য সভার লাইব্রেরিতে শতাব্দী প্রাচীন পুঁথি।

তাপস। বর্তমানে পুস্তক ও পুঁথির দায়িত্ব তাঁর কাষেই রয়েছে।

শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিদেশ থেকেও প্রচুর গবেষক গ্রন্থাগারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গ্রন্থাগারের সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ সান্যাল জানান, কিছুদিন আগে উজ্জবৈকুণ্ঠন থেকে একজন গবেষক এসে বৈষ্ণব ব্যাকরণের ওপর গবেষণার কাজ করে গিয়েছেন। আয়ুববেরের ওপর কাজ করার জন্য কানাডা থেকে এক গবেষক লাইব্রেরিতে মেল করেছেন। এছাড়া পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি স্যাসেরে ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। তবে একটি গ্রন্থাগার চালাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের জোগান না থাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সরকারি সাহায্য না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিদ্ধার্থ।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারানী ইন্দ্রিা দেবীর উৎসাহে কোচবিহারের প্রাচীন সম্পদ উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে কোচবিহার সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ছিলেন প্রিন্স ভিক্টর

নিতেন্দ্রনারায়ণ। একসময় বহু দৃষ্টান্ত পুঁথি সহ নানা ধরনের দৃষ্টান্ত মুদ্রা ও ঐতিহাসিক নিন্দন এই লাইব্রেরিতে ছিল। পরবর্তীতে বহু জিনিসের আর খোঁজ মেলেনি। যা আছে, সেটুকুই যত্ন করে ঢিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন সদস্যরা। প্রাচীন পুঁথিগুলির ডিজিটালাইজেশন জরুরি হলেও তা করার মতো আর্থিক সাহায্য ছিল না দেশের। এবার সরকারি উদ্যোগে সেই স্বপ্নই পূরণ হতে চলেছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-NIT NO- CMOH/CBR/2026-2027/NH/36(3RD Call)
E-Tender is hereby invited for instruments calibration for DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.wbtenders.gov.in & www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T189573(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar under the Directorate of MSME, Govt. of West Bengal, invites e-tender vide no: 574/DIC-COB/B-TENDER/2026-27 dated 13-10-2026 and Tender ID No. 2026_MSME_1046177-1 from bonafide agency/ firm etc. Tender Documents and other relevant particulars in details may be seen from <http://www.wbtenders.gov.in> Sd/- General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar. ICA-T19003(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
[1] Bid reference no.: WBMSCL/NIT-821/2026; Dated:-12/10/2026 "Electrical work for partition of two separate isolation ward at Belda Super Speciality Hospital in the Dist Paschim Medinipur." [2] Bid reference no.: WBMSCL/NIT-822/2026; Dated:-12/10/2026 "SITC of AC machine at PP Unit at Ground Floor and female Ortho Ward at 4th floor including allied electrical installation work in Islampur Super Speciality Hospital in Uttar Dinajpur(3rd Call)." Last date of submission of bid (online) = 28.10.2026 up to 3:00 P.M. the tender document may be downloaded from www.wbtenders.gov.in & www.wbmscl.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary to the Govt. of West Bengal, HB&PW ICA-T189652(2)/2026

আহমেদাবাদ - মালদা টাউন - আহমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছুটি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৯৪০১ / ০৯৪০২ আহমেদাবাদ - মালদা টাউন - আহমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সর্বশেষ সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে।

আহমেদাবাদ - (০৯৪০১) (০৯৪০২)		মালদা টাউন -	
মালদা টাউন স্পেশাল	স্টেশন	আহমেদাবাদ স্পেশাল	
দিন	সোঁট	ছাট	দিন
বৃহস্পতি	২০.০৫	২০.৪০	রথলাল জং
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০
২০.০৫	২০.৪০	২০.৪০	২০.৪০

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পশ্চিমবঙ্গে নারায়ণ জংশন, আনন্দ জংশন, ছায়াপুরি, গোশালা জংশন, নাগাদা জংশন, কোটা জংশন, সোয়াই মাধাপুর, ইংগাহা আশ্রা জংশন, তুতনগা জংশন, এটাওয়া, সুবদারগঞ্জ, পশ্চিম দীনদায়াল উপাধায় জংশন, বঙ্গার, আরা, দানাপুর, বখতিয়ারপুর জংশন, মোকামা জংশন, কুড়িগ জংশন, অভয়পুর, জামালপুর জংশন, সুলতানগঞ্জ, কাহালগাঁও, বারহাটওয়া জংশন এবং নিউ ফারাক্কা জংশন স্টেশনেও থাকবে।

● চলাচলের তারিখ ও দিনঃ আহমেদাবাদ জংশন থেকে ০৯৪০১ঃ ১৪.১০. ২০১০, ২৮.১০. ০৯.১১. ১১.১১. ১৮.১১ ও ২৫.১১.২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতি) = ০৭ ট্রিপ এবং মালদা টাউন থেকে ০৯৪০২ঃ ১৬.১০. ২০.১০. ২০.১০. ০৬.১১. ১০.১১. ২০.১১ ও ২৭.১১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০৭ ট্রিপ।

● গঠনঃ এটি ৩ টায়ার - ১২, রিপার ট্রাস - ০৮, এলএসএলআরডি - ০১, পাওয়ার কার - ০১ = মোট ২২টি কোচঃ ● কাটাগিরি ২ মেল/এক্সপ্রেস।

টিক প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অসুখ ফর্মঃ EasternRailway [easternrailwayheadquarter](https://www.easternrailwayheadquarter)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBHPWD/AE/JESO/NIT 126/T of 2026-27. Ten the district of 2026, WBHPWD_5079404-1. Name of Work: Annual Comprehensive Maintenance of Split type, Window Type & Ductable type Air Conditioning system installed at Mother & Child Hub of Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital (district hospital campus) for the period of One (01) Year. The last date for submission of tender 06-11-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website - <http://tender.wb.nic.in> or <http://www.pwdwb.in> or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.R. DAN, AE/JESO/JALPAIGURI. ICA-T19028(1)/2026

NOTICE

The undersigned invites NIT issued Vide Memo No. 436/LA dt. 13.10.2026, 437/LA dt. 13.10.2026, 438/LA dt. 13.10.2026, 439/LA dt. 13.10.2026 & 440/LA dt. 13.10.2026 i.c.w. LA project for (i) Kumedpur to Aluabari Road 3rd & 4th Railway Line Project, (ii) Gazole to Itahar new Railway Line, (iii) Raiganj to Dalkhola new Railway Line, (iv) Itahar to Raiganj new Railway Line & (v) Itahar to Buniadpur new Railway Line respectively. For details please visit www.uttardinajpur.gov.in & www.tenders.wb.gov.in

Sd/-
District Magistrate
Uttar Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender for the following work:- NIT-18 of 2026-27 of AE/JMSD [SI No. 1]. 1. Road safety work in front of Ankur School from Ch. 0.60 km to 0.93 km of Odlabari Kranti Road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,49,912.00. 2. Odlabari Kranti Road from Ch. 0.00 km to Ch. 5.00 km, Curing of steel railing, concrete kerb, pavement in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,49,289.00. NIT-18 of 2026-2027 of A.E./M.H.S.D [Tender ID: 2026_WBHPWD_5079184-1]. 1. Bid submission start date (online): 14-10-2026 at 11:00 A.M. 2. Bid submission closing date (online): 22-10-2026 at 12:30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online): 27-10-2026 at 1:00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be seen from www.wbtenders.gov.in & www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dept. ICA-T19028(1)/2026

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

S.E./ N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-tender for the works of:- "Alipurduar - Patlakhawra road from 0.150 Km to 0.320 Km, 0.528 Km to 0.780 Km, 1.100 Km to 1.800 Km, 5.740 Km to 6.240 Km -- Strengthening Work under Alipurduar Division, PWD in the district of Alipurduar." Project ID: PD26275403S0000 Estt. Amount: Rs. 5,04,72,138.00

e-NIT No.- WB/SE/NBCC-I/ PWDte/eNIT- 09 /2026-2027 (1st Call)
Tender ID - 2026_WBHPWD_ 5079 507.1
Bid Submission start date (online) 14.10.2026 from 03.00 pm.
Bid Submission closing date (online) 04.11.2026 upto 03.00 P.M.

Corrigendum if any will be published in website.
Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: <http://tenders.wb.gov.in> Sd/- S.E, NBCC-I, P.W.Dte. Cooch Behar.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/38(2nd call)
Tender is hereby invited for Desktop under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T18961(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE (2nd Call)
NIT No- CMOH/CBR/2026-2027/ FOOD SAFETY/37(2nd Call)
E-Tender is hereby invited for engagement of third party auditing agency (FSSAI approved) under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in & www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T18961(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Tender No. WBHPWD/EE/DOO/NIT-04/2026-27, Sd/- 03 for 3 (Three) nos. repairing building works of different hospitals under Dakshin Dinajpur District. Last date of Bid Submission 04-11-2026 upto 12:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites <https://tenders.wb.gov.in> and office notice board. Tender ID: 2026_WBHPWD_5079375-1 to 3. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W. ICA-T19019(3)/2026

সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা
উত্তর নোটিশ নং. সিওএন/২০২৬/অক্টোবর/০১। নিম্ন উল্লিখিত কক্ষের জন্য অভিজ্ঞ এবং যোগ্যতার ঠিকার (পা) / ফার্ম (সুমহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: নির্দিষ্ট স্থান। ডিগ্রী/ডিগ্রী-সিওএন-এসএলজি-০১-২০২৬-০১। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
উত্তর বিজ্ঞপ্তি নং. CEN/2026/AUG/02, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। মালিগাঁও কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. CEN/CEN/NK/MB/2026/03। কাছের নামঃ নিউ বারাইটি-গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা ডিল ডেভেলপার এর সাথে সম্পর্কিত কাজের। কামাখ্যা সেলেক্টেড গ্রুপ, ৭৬৬-৬৬৬-৬৬৬ টাকা। টেন্ডার নং. ১২৬৪০১২০২৬-০১। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
উত্তর বিজ্ঞপ্তি নং. CEN/2026/AUG/02, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। মালিগাঁও কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. CEN/CEN/NK/MB/2026/03। কাছের নামঃ নিউ বারাইটি-গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা ডিল ডেভেলপার এর সাথে সম্পর্কিত কাজের। কামাখ্যা সেলেক্টেড গ্রুপ, ৭৬৬-৬৬৬-৬৬৬ টাকা। টেন্ডার নং. ১২৬৪০১২০২৬-০১। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

পেজ ফেন মালিকদের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১৮ মসে ২০২৬ তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

পেজ ফেন মালিকদের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১৮ মসে ২০২৬ তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

পেজ ফেন মালিকদের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১৮ মসে ২০২৬ তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

পেজ ফেন মালিকদের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১৮ মসে ২০২৬ তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। কাছের নামঃ মালদা হাজারী এর ফরে উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার নম্বরঃ ১২৬৪০১২০২৬-০১। বাক্সা রাশি ২,০০,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ এবং সময়ে ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা এবং মেলা থাকে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.০০ ঘটিকা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সুপারিশের সহিত টেন্ডার ফর্মের www.ireps.gov.in এ বিস্তারিত থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্ত্রক/নিওএলএলজি-৩৩ মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্বাহিত সচিব)
"সমাবেশে গ্রাহকদের সেবা"।

সোনা ও রূপোর দর

পাকা সোনার বাট ১৪৭৯০০ (৯৯৫০/২৪ কারো ১০ গ্রাম)

পাকা খুচরা সোনা ১৪৮৬০০ (৯৯৫০/২৪ কারো ১০ গ্রাম)

হলমার্ক সোনার গণনা ১৪১০০০ (৯৯৬০/২৪ কারো ১০ গ্রাম)

রূপার বাট (প্রতি কেজি) ২২০৯০০

খুচরা রূপা (প্রতি কেজি) ২২০৯০০

* দর টাকায়, ফ্রিডোম এবং টিকিটের মাধ্যমে

পরিঃ ব্যুলিয়ান মার্কেটস অ্যান্ড জুয়েলার্স

আমোদিতকরণের মাধ্যমে

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং WB/01/005/471074 যেখানে আমার বাবার নাম Upen Modak-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র Mantu নথিবদ্ধ হয়েছে। গত ২৪-০৭-২০২৬, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nikhil Chandra Modak, S/o Late Upen Modak এবং Nikhil Chandra Modak, S/o Mantu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Nikhil Chandra Modak, S/o Mantu-এর পরিবর্তে Nikhil Chandra Modak, S/o Late Upen Modak সঠিক নাম উপরোক্ত ভোটার কার্ডে ব্যবহার করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম-শিমুলগুড়ি, পোঃ রাশিডাঙ্গা-II, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। (C/123737)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIT No- CMOH/CBR/2025-2026/ NVBDCP/39(3rd Call)
Tender is hereby invited for print and supply various printing items (flex,vinyl etc) under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in & www.tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB. ICA-T18962(3)/2026

পুজোয় জেলেই স্বপন

মালের পুর-দুর্নীতি মামলায় চার কর্মীর জামিন

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : শারদোৎসবের প্রাক্কালে মাল পুরসভার দুর্নীতি মামলায় নাটকীয় মোড়। মঙ্গলবার এই মামলায় ধৃত চার পুরকর্মী আদালত থেকে জামিন পেলেও, পুজোর দিনগুলিতে জেল হেপাজতেই থাকতে হচ্ছে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারক মূল অভিযুক্ত স্বপনের জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন। জেলা আদালতে শুনানি চলছে ধূপগুড়ির ঠিকাদার বাসব মালাকারের মামলার। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ ডিসেম্বর। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালীপুজোতেও স্বপনকে কাটাতে হবে সংশোধনগারে। প্রসঙ্গক্রমে বিজেপির মাল টাউন সভাপতি নবীন সাহা বলেন, ‘আইনের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে। দুর্নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।’ বিচারাধীন বিষয় হওয়ায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিপিএম নেতা রাজা দত্ত। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ তৃণমূলের কোনও নেতা এবং প্রাক্তন কাউন্সিলাররাও।



■ এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারক মূল অভিযুক্ত স্বপনের জামিনের আবেদন নাকচ করে দেন

■ জেলা আদালতে শুনানি চলছে ধূপগুড়ির ঠিকাদার বাসব মালাকারের মামলার

■ এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালীপুজোতেও স্বপনকে কাটাতে হবে সংশোধনগারে

স্বপন সাহার দুর্নীতি কাণ্ড নিয়ে একসময় তোলপাড় হয় মালবাজারের রাজনীতি। তৎকালীন শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ায় বিরোধী দলগুলি। যার জেরে স্বপনকে দল থেকে বহিস্কার করে তৃণমূল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত স্বপনকে দলে ফিরিয়ে নেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটতেই মাল পুরসভায় লেটারহেডে ভুয়ো ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করার পাশাপাশি হাইমাস্ট লাইট, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর এবং আফগান নাগরিকদের ভূয়ো জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র দেওয়া সহ একাধিক দুর্নীতি নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর জুলাই মাসে স্বপন এবং চার পুরকর্মীকে গ্রেপ্তার করে মালবাজার থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, দুর্নীতি মামলাটি পৃথকভাবে গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেন্চেও। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারের তৈরি পাঁচ সদস্যের গঠিত সিট দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। সেই রিপোর্টও সার্কিট বেন্চে জমা পড়ার কথা। ফলে দুর্নীতি মামলা থেকে এখনও স্বপনের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

ফোন হ্যাং হতেই উধাও ৪৮ হাজার

ময়নাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মোবাইল ফোনে গোলযোগের পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গেল ৪৮ হাজার টাকা। পুজোর মুখে এমন আর্থিক প্রতারণার মাধ্যম হাত পড়েছে ময়নাগুড়ির এক গৃহশিক্ষকের। কীভাবে টাকা উধাও হল, বুঝতে না পেরে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানার সাইবার বিভাগের দ্বারস্থ হলেন সেনপাড়ার বাসিন্দা অরিন্দম গোস্বামী। তার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেও তিনি বিষয়টি জানান।

অরিন্দমের অভিযোগ, সোমবার আচমকাই তাঁর মোবাইল ফোনটি হ্যাং হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট শুরু হয়।

আপডেট শেষ হতেই ফোনের পদার্থ ফিঙ্গারপ্রিন্টের চিহ্ন দেখতে পান তিনি। তাঁর দাবি, আগে ওই ফোনে এমন কোনও চিহ্ন ছিল না। ফিঙ্গারপ্রিন্টে আঙুল রাখতেই ফোনটি খুলে যায়। এরপর অনলাইন পেমেন্টের অ্যাপে ঢুকে তিনি দেখেন, অ্যাকাউন্ট থেকে ৪৮ হাজার টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে।

অরিন্দমের দাবি, তাঁর মোট তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর মধ্যে দুটি অ্যাকাউন্টের টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য একটি অ্যাকাউন্টে জমা হয়। পরে সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই ৪৮ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে বলে জানতে

পারেন তিনি। একাধিক অ্যাকাউন্টের মধ্যে এই লেনদেন কীভাবে হল, তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন ওই গৃহশিক্ষক। অরিন্দম বলেন, ‘পুজোর বাজার করা এখনও বাকি। এমন সময়ে এতগুলো টাকা খুঁয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছি। কীভাবে রিটল, বুঝতে পারছি না। প্রশাসনের কাছে আবেদন, যাতে আমার টাকা ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।’

ময়নাগুড়ি থানার সাইবার বিভাগের এক পুলিশকর্মী জানান, ফোন হ্যাক করে আর্থিক প্রতারণা করা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের পরেই প্রতারণার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।

রাস্তা ও নালা সংস্কারের উদ্যোগ

মালবাজার ও চালসা, ১৩ অক্টোবর : মঙ্গলবার মালবাজার রুকের ডামডিম ও তেশিমলায় দুটি নির্মাণকাজের সূচনা হয়। ডামডিমের রানিচেরা চা বাগানের ফ্যাক্টরি এলাকা থেকে পাঁচ কিমি পাকা রাস্তা তৈরির সূচনা করেন বিধায়ক শুক্লা মুন্ডা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় কাজটি হবে। তেশিমলায় ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে বেটেল নাট গার্ডেন এলাকার দুলাল দাসের বাড়ি থেকে চৈত্‌ ওরাওঁয়ের বাড়ি পর্যন্ত ৩০০ মিটার নিকাশিনালা তৈরির সূচনা করেন প্রধান জয়ন্তী বর্মণ। অন্যদিকে, পুজোর আগে চালসা গোলাইয়ের মেটেলি বাসস্ট্যান্ড এলাকার বুড়ে যাওয়া নালা আর্থমুভার দিয়ে পরিষ্কার করে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত।



যাত্রীবাহী গাড়ির সিটের তলায় গোরু পাচার

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যাত্রীবাহী গাড়ি। ভিতরে যাত্রীও রয়েছে বলে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু গাড়ির দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। ডিকি ও সিটের নীচে নির্দয়ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে গোরু। সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি এলাকায় এমনই ছবি দেখে গোরু পাচারের অভিযোগে গাড়িটি ভাঙচুর করেন বাসিন্দারা। চালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে যাওয়ার পর গোরু সহ গাড়িটি উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলিকে পুরসভার খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। সেগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘অবৈধভাবে গোরু পাচারের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের তরফে নিয়মিত অভিযান চলেছে। এদিনের ঘটনায় পালিয়ে



যাত্রীবাহী গাড়িতে গাদাগাদি করে রাখা গোরু।

যাওয়া অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাবাড়ি এলাকা দিয়ে পিএন রোডের দিকে যাওয়ার সময় অসমের রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা ছোট গাড়িটিকে দেখে সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। কয়েকজন গাড়িটি আটকানোর পর তল্লাশি চালাতেই ভিতরে গোরু দেখতে পান তাঁরা। এরপরই ফ্রোড ছড়িয়ে পড়ে। চালক

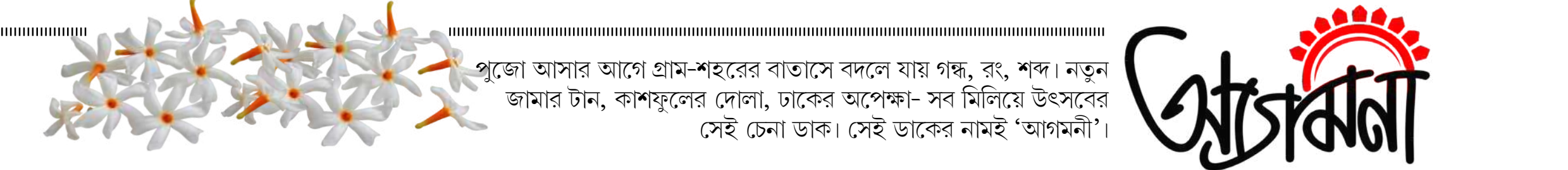
ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে গেলে গাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা সূজিত রবিদাস বলেন, ‘হঠাৎ করে দেখলাম কয়েকজন ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। সেটি দুর্গাবাড়ির দিক থেকে পিএন রোডের দিকে যাচ্ছিল। ভিতরে দেখি কয়েকটি গোরু রয়েছে। আমাদের সন্দেহ, সেগুলি চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।’ কোচবিহারকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একাধিক পাচারচক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। গত এক মাসে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটে শতাধিক গোরু ও মোষ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে গোরু পাচারের ঘটনা একাধিকবার প্রকাশ্যে আসায় তদন্তকারীদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

দামি গাড়িতে ছাগল তুলে চম্পট

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাতের অন্ধকারে বিলাসবহুল গাড়িতে এলাকায় ঢুকে ছাগল নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়ি রুকে। সোমবার কালীরহাট গ্রামে একটি বাড়ি থেকে দুধুতারা ছাগল চুরি করে পালায় বলে অভিযোগ। কালীরহাট সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এই কায়দায় আগেও বেশকিছু ছাগল চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। মৌখিকভাবে থানায় অভিযোগ জানালেও চোর ধরা না পড়ায় এখন গবাদিপশুর সুরক্ষায় রাত জেগে পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসী। দুধুতারা চুরির কায়দার একটি সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিরালা হয়েছে। ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, গভীর রাতে একটি দামি গাড়ি কালীরহাট এলাকায় ঢুকছে। নিশ্চিত রাতে গাড়ির আগুয়াজে যাতে এলাকার ঘুম না ভাঙে, সেজন্য গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে একজন গাড়িটিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন, আরেকজন কোনও বাড়ির গেট খোলার চেষ্টা করছেন। ছাগল চুরির উদ্দেশ্যে গাড়িটি এলাকায় চুকছিল বলে গ্রামবাসীর দাবি। বাড়ি মালিকের বাসিন্দা যমুনা মণ্ডলের কথায়, ‘এক রাতে আমার বাড়ি থেকে দুটি ছাগল চুরি হয়েছে। আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক ছাগল চুরি হচ্ছে। এলাকায় অনেকের সংসার চলে গবাদিপশু লালনপালন করে।’

প্রবেশদ্বার উপহার

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : প্রবেশদ্বার উপহার পেল নাগরাকাটার লুকসান নেপালি জুনিয়ার হাইস্কুল। প্রয়াত দিলীপকুমার সুব্বার স্মৃতিতে তাঁর স্ত্রী সরিতা সুব্বা ও তাঁর পরিবার বিদ্যালয়কে প্রবেশদ্বারটি তৈরি করে দেন। মঙ্গলবার তার উদ্বোধনে ছিলেন স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক জ্যোতা সুব্বা, যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণবাহাদুর ওয়াইবা প্রমুখ। সম্পাদক জানান, প্রবেশদ্বার না থাকাতে স্কুলের নিরাপত্তা ও নজরদারিতে সমস্যা হত। সুব্বা পরিবারের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং পড়ায়াদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি হল।



ঝরনা, সমুদ্র ও গঙ্গার জলে আরাধনা



বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : চার প্রজন্মের হাত ধরে ২০০ বছরে পা দিল ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দির রায় পরিবারের পুজো। পরিবারের দশ ভাইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হওয়ায় লোকমুখে এটি ‘দশ ভাইয়ের পুজো’ নামেই বেশি পরিচিত। তবে এক ভাইয়ের প্রয়াণের পর এখন নয় ভাই মিলে এই ঐতিহ্যবাহী পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পুজো হয় বাড়ির মন্দিরেই।



রায় পরিবারের পুজোর স্থায়ী মণ্ডপ রং করার কাজ চলছে।

একসময় বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ মহকুমার বনগ্রামে পুজোর সূচনা করেছিলেন গুরুদয়াল রায়। পরবর্তীকালে পুজোর দায়ভার বতায় তাঁর পুত্র প্রয়াত চিত্তাহরণ রায়ের ওপর। চিত্তাহরণের মৃত্যুর পর পুজো এগিয়ে নিয়ে যান প্রয়াত সন্তোষ রায়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে সন্তোষ রায় ময়নাগুড়ির বাড়িতে পুজোর সূচনা করেন। পনেকো বছর আগে স্ত্রী নির্মলা রায় মারা যান। তারও আগে প্রয়াত হন সন্তোষ। এরপর থেকে তাঁর দায়িত্ব ছেলেই পুজোর দায়িত্ব নেন। এর মধ্যে জলপাইগুড়ির পদ্মার বাসিন্দা

ভাই রমেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পরও পুজোর ঐতিহ্য কোনও ছেদ পড়েনি। রায় পরিবারের পুজো আজও পুরোনো রীতি মেনে হয়। সারাবছর ধরে ঝরনা, সমুদ্র ও গঙ্গার জল সংগ্রহ করেন পরিবারের সদস্যরাই। পাশাপাশি গজদন্ত মূর্তিও সহ বিভিন্ন গাছের শুকনো বাকল নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে জোগাড় করা হয়। বর্তমান প্রজন্মের সদস্য নরেন্দ্রনাথ রায় জানান, কিশোরগঞ্জের বনগ্রামের পাশেই মসুরা গ্রামে সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটে ছিল। পারিবারিক সূত্রে সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের সঙ্গে

তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ‘ভাই রমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আমরা নয় ভাই ও পরিবারের অন্য সদস্যরা মিলে পুজো চালিয়ে যাচ্ছি।’ ভাইদের মধ্যে চারজন ময়নাগুড়িতে, রমেন্দ্রনাথের পরিবার সহ পাঁচ ভাই জলপাইগুড়িতে এবং একজন এখনও বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে থাকেন।

পুজোয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে রায় পরিবারের সুসম্পর্ক অটুট। মহাস্তমীর দিন দেড় কুইন্টাল চাল-ডালের বিছড়ি ভোগ রান্না হয়। বাড়িতে সকলকে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানোর পুরোনো রেওয়াজ আজও অমলিন। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা পুরোহিত গৌতম চৌধুরী বরাবর এই পুজো করে আসছেন, প্রতিমা গড়েন মুংশিল্লী সঞ্জীব রায়। পঁচালি বছরের প্রতিবেশী শোভারানি দাসের কথায়, ‘আমার বাড়ি পাশেই। পুজোর সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক। ময়নাসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার রামভদ্রপুরে আমার আদি বাড়ি ছিল। প্রয়াত সন্তোষ রায়দের সঙ্গেই এপারে এসেছিলাম। সেই আত্মীয়তা আজও বজায় রয়েছে।’ প্রতিবেশী মিনতি রায় ও প্রতিমা রায়রাও একই মত পোষণ করেন।



মৃণ্ময়ী মা... মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

কলসি ভরা সোনালি ফসলের আদল

ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাবের বয়স্করা। নতুন প্রজন্মের হাত ধরে পুজোতেও নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ৫৪তম বর্ষ দর্শনাথীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মণ্ডপসজ্জায় দারুণভাবে ফার্সিক এবং রং-তুলির কাজ ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বলেন, এবার ধূপগুড়ির চার-পাচটি পুজো দর্শনাথীদের চোখ টানবে। ইতিমধ্যে কেনাকাটার ফাঁকে কয়েকটি জায়গায় ঘুরে দেখেছি। সবগুলোই থিমের পুজো। বাজেট নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ কিছুই বলতে নারাজ। তবে দর্শনাথীদের মন ভালো রাখার মতোই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে, এমনই দাবি উদ্যোক্তাদের।

ধূপগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : সোনার ফসল বলতে আমরা ধান ও পাটকেই মূলত গুরুত্ব দিই। আর সেটাকেই এবার উত্তরায়ণ ক্লাবের পুজোয় থিম করা হচ্ছে। ‘কলসি ভরা সোনার ফসল’ থিমে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে তাদের। সুদূর নব্বদী থেকে শিল্পীদের আনা হয়েছে মণ্ডপসজ্জার জন্য। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। বৃধবার পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন হবে। ক্লাব সদস্যদের কথায়, পুজোর প্রতিদিন ভিড় টানতে ধ্রুপদী নৃত্য সহ একাধিক অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে।

ক্লাবের পুজো কমিটির সম্পাদক সৃষ্টি দাস বলেন, ‘সোনালি পাট, ধান আমাদের সম্পদ। সেটাকেই থিম আকারে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। পরদিন উদ্বোধন হবে। মূলত নতুন প্রজন্মের হাতেই পুজোর অধিকাংশ দায়িত্ব



ধূপগুড়ির উত্তরায়ণ ক্লাবের মণ্ডপ।

বয়স সবেমাত্র চৌদ্দ, পড়ে নবম শ্রেণিতে। কৈশোরেই নিজের হাতে গড়া আড়াই ফুটের বেশি উচ্চতার ‘চাঁদের দুর্গা’ প্রতিমা দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বেলাকোবার কিশোর অরিত দত্তগুপ্ত। তার এই অসাধারণ শিল্পকলা এখন এলাকার প্রতিটি মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।



অমিয়কুমার রায়

বেলাকোবা, ১৩ অক্টোবর : বয়স মাত্র ১৪ বছর। পড়ে নবম শ্রেণিতে। আর এই বয়সেই মাটির প্রতিমা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বেলাকোবার আদর্শপাড়ার অরিত দত্তগুপ্ত। নিজের হাতে তৈরি করেছে ২ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার দুর্গা প্রতিমা, নাম দিয়েছে ‘চাঁদের দুর্গা’। ছোটবেলার শখ আর শিল্পসত্তাকে সঙ্গী করেই তার এই অসাধারণ সৃষ্টি। অরিত বেলাকোবা হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। ছোটবেলা



নিজের তৈরি প্রতিমার সঙ্গে অরিত দত্তগুপ্ত। বেলাকোবা।

থেকেই ছবি আঁকা ও সৃজনশীল কাজের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ। ২০২২ সালে মাটির প্রতিমা তৈরির মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার এই শিল্প-যাত্রা। গত বছর দেড় ফুট উচ্চতার দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে পাড়ার মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছিল সে। এরপর ২০২৫ সালে তৈরি করে ২ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার কালী প্রতিমা।

আর এবার নিজের দক্ষতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তৈরি করেছে ২ ফুট ৭ ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা ‘চাঁদের দুর্গা’। এই প্রতিমা তৈরিতে সাদা, কালো, লাল, হলুদ, বেগুনি, নীল, সবুজ ও আকাশি সহ মোট ১৭ ধরনের রং ব্যবহার করেছে অরিত। পরিবারের কেউ পেশায় মুংশিল্লী



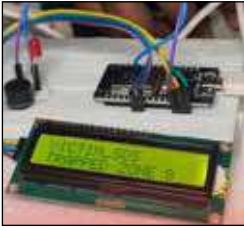
সব্যসাচীর জামিন

প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অপরদিকে তোলাবাজার মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।



জরুরি শুনানি নয়

মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের হারস্থ হয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, এখনই এই মামলার শুনানি সম্ভব নয়।



খোঁজার যন্ত্র

হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে এবার খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই। বীরভূমের কাঁধহারের দশম শ্রেণির ছাত্র ফাইজুল হক এমনই একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। উজ্জারকারী দলের অবস্থানও যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জানা যাবে।



গিল্ডের কমিটি

বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের নয়া কমিটিতে সভাপতি পদ পেলেন সুধাংশু শেখর দে। যুগ্ম সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অশোক দে ও অশোক নারায়ণ বর্মন এবং সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।



মেরুতে ছড়ানো চালচিত্রে তুলির টান বন্ধার। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

সপ্তমীতে কলকাতায় শা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইন্ডেন রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পূজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছানোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

সপ্তমীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে অষ্টমীর সন্ধ্যা থেকেই পূজো দেখতে বেরোবেন শা। অষ্টমীর সকালে প্রথমে যাবেন বেলুড় মঠে। সেখানে মঠ ও মিশনের পূজো দর্শন এবং বেলুড় মঠের মহারাজদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। এরপর কলকাতা, বালি এবং উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজো মণ্ডপে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে রয়েছে বালির দেশবন্ধু ক্লাব, চেম্বার ২৪-এর পল্লি, উত্তর ২৪ পরগনার লেকটাইনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবং সবশেষে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা দর্শন ও আরতিতে অংশ নেবেন তিনি।

শহরে পূজোয় আসা শা-র কাছে নতুন নয়। রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার আগেই একাধিকবার কলকাতার পূজোর উদ্বোধনে এসেছেন তিনি। তবে এবারের সঙ্গে তার কিছুটা ফারাক রয়েছে। কারণ, রাজ্যে বিজেপির সরকারের আমলে এটাই প্রথম পূজো। তাছাড়া বঙ্গ বিজেপির অনেকেই আশা করেছিলেন পূজোয় আসবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু জ্ঞানেশ ইয়াসুতে আন্দোলনের জেদে এবারায় বঙ্গের পূজো দর্শন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন মোদী, এমনটাই মনে করছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃদ্ব।

৩০ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্য দেশে

উৎসবের শহরে ১২ দেশের প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : চারিদিকে পূজো পূজো ভাব। তার মধ্যেই কলকাতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরতে মঙ্গলবার শহরের একটি পাঁচতারার হোটেলে শুরু হয়েছে দু'দিনের আলোচনাচক্র, 'থ্রিভেইলিং গ্লোবাল সিচুরেশন অ্যান্ড ইমপ্যাক্টস অন ইন্ডিয়া'। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার মোট ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত, শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের উপস্থিতি এদিনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রাজ্যের তরফে ছিলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়। উপস্থিত ছিলেন আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া সহ বণিকসভার শীর্ষকর্তারা।

বাংলায় বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে সম্প্রতি একাধিক শিল্পপতি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছিল আইসিসি। এদিনের সম্মেলনের প্রেক্ষিতে আরও বড়, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে ৭ লক্ষ কোটি ডলারে

নিয়ে যাওয়া এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তের কথায়, 'গত একদশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররা ভারতীয় বাজারে জায়গা করে নিতে চাইছেন। অন্যদিকে, ভারতীয়

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত আহমেদ রামা আজি নাসুন বলেন, 'পর্বতশিখরের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাতটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে।

অন্যদিকে, জলবিদ্যা-সমৃদ্ধভিত্তিক জ্ঞাননি এবং কম-কার্বন সমৃদ্ধিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

এবং প্রতিবেশী বাজারের নৈকট্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর শক্ত ভিত তৈরি করে।' আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি রাষ্ট্রদূত আহমেদ রামা আজি নাসুন বলেন, 'পর্বতশিখরের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।' নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাতটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে।

অন্যদিকে, জলবিদ্যা-সমৃদ্ধভিত্তিক জ্ঞাননি এবং কম-কার্বন সমৃদ্ধিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

কলকাতায় বাণিজ্য সম্মেলন

আলিমুদ্দিনের সামনে চণ্ডীপাঠ, পালটা পোস্টার

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সিপিএমের দলীয় কামালীয় আলিমুদ্দিনের সামনে পোস্টার যুদ্ধের পর এবার চণ্ডীপাঠ করল সনাতনিনারা। সিপিএম সহ সব বামপন্থীরা 'হিন্দুধর্ম বিরোধী' এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে মুজফফর আহমেদ ভবন থেকে চিল ছোড়া দূরত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আরপিআই। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধুসন্তরা। দুপুর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কর্মসূচিকে বিপ্লব বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সায়াস্তন বসু। তিনি বলেন, 'এখানে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে মানে এটি বড় বিপ্লব। প্রতিবিপ্লবও বলতে পারেন। আজ সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে আসলাম।' এদিনই ওই কর্মসূচিস্থল থেকে খানিকটা দূরত্বে নাগরিক কনভেনশন হয়েছে। তার আগে সনাতনিনদের এই চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠানের বিষয়টি চাউর হতে পালটা পোস্টার দেয় সিপিএমও। দলীয় দপ্তরে ঢোকার মুখেই শারদীয়ার পোস্টারে লেখা হয়, 'সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষীরা ছাড়া সবাই স্বাগত। শুভ শারদীয়া।'

সম্প্রতি 'বামবধ' নামে দুর্গাপ্রার্থনা পোস্টার পড়ে আলিমুদ্দিনে ঢোকার মুখে। পালটা হিটলারের কথা স্মরণ করিয়ে সিপিএমও পোস্টার দেয়। তবে এদিনের চণ্ডীপাঠের কর্মসূচি যেন বিজেপি বনাম বামদের তর্জা আরও কয়েক গাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

সামনে সাধুসন্তদের নিয়ে কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারবার বামেশের ইশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই যুদ্ধ এবার আলিমুদ্দিনে গিয়ে পৌঁছেছে। সকাল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করতে থাকেন বেশ কয়েকজন মহিলা। চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সত্যজিৎ দাস বলেন, 'যে আলিমুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় হিন্দু বিরোধী পরিচিত কেন্দ্র, তার

পাশেই আমরা বলতে চাই, বাংলার সস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কোনও বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে না।' কটাক্ষের সূরে সিপিএম নেতা সৃজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কর্মীরা অছেন ওদের সটিকভাবে চণ্ডীপাঠ করাটা শিখিয়ে দেবেন।'

প্রকাশ, লাভাসার অভিযোগ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দেশজুড়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে নিজের অনুকূলে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কলকাতার এক নাগরিক কনভেনশন থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাস। কলকাতার ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সশঙ্ক্য তৈরি হয়েছে এবং মানুষ ব্যাধ হয়ে রাস্তায় নামছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিতর্কিত 'এসআইআর' বাতিলের দাবিতে সারা দেশে সাধারণের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা

ভট্টাচার্য সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র'-এ এই বিশেষ নাগরিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল নাগরিক মঞ্চ। সাংবিধানিক ন্যায়বিচার ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আয়োজিত এই কনভেনশনে শরীরের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারীরিক কারণে অশোক লাভাসা ও প্রকাশ রাজ ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইএএস ও রাজসভার সদস্য জহর সরকার সহ একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রকাশ রাজ অভিযোগ করেন, দেশে সুশীলকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ভাঙার চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন, 'বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব নেওয়ার আগেও দেখা গিয়েছে মহারাষ্ট্র, কণাটক, তামিলনাড়ু ও বিহারে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলগুলিকে দুর্বল করা হয়েছে।' ভোটার তালিকা সরঞ্জামের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা

নির্দিষ্ট করে একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি দাবি লিখেছেন, 'কলকাতায় ফেরাটা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্যই মোদি সরকার কমিশনকে ব্যবহার করছে। দেশজুড়ে নাগরিক সমাজকে এক জোট হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা বলেন, 'গত ৭৫ বছর ধরে দেশবাসীর যে নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ছিল এবং যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, আজ সেই কমিশনকে নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ইতিহাসে কখনও এভাবে মানুষকে কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।' খেলাধুলোয় নিরপেক্ষ আস্পায়ারের গুরুত্বের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হলে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।



চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাৎসব পূজো কমিটির প্রতিমা। মঙ্গলবার। ছবি : দেবাচন চট্টোপাধ্যায়

দুর্গাপূজোয় মুখ্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : তিলোত্তমার দুর্গাপূজো দেখে মুগ্ধ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সেগিও গুর। মঙ্গলবার মণ্ডপে মণ্ডপে গুরে বাঙালির এই উৎসবের সজ্জনশীলতা, একা আর উচ্চতার সঙ্গে মিশে যান তিনি। পরবর্তীতে সেই ভালোলাগার কথা সমাজমাধ্যমেও ভাগ করে নিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

নিজের এক্স হ্যাভলে এদিন দুর্গাপূজোর ছবি পোস্ট করে সেগিও লিখেছেন, 'কলকাতায় ফেরাটা দারশন ব্যাপার। এখানকার বেশ কয়েকটি পূজোমণ্ডপ নিজে ঘুরে দেখলাম। এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা। সকলের অভূতপূর্ব সুস্থিলালতা, একতা আর উচ্চ পরিবেশ দেখে বুঝতে পারলাম, কেন এই উৎসব এত 'বিশেষ।' পূজোর সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গতি পেরিয়ে দুর্গাপূজা যে মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রদূতের পোস্টে সেই ছবিই ধরা পড়েছে।

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে প্রতিবাদ 'মিছিলে' শহরে থেকেও অলেন ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ-কাণ্ডে প্রথম কলকাতায় পথে নামার ডাক দিয়েছিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। কথা ছিল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের পর সভা করার। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাবাজারে জমায়েত ও সভা করার পর রাজাবাজার ইএসআই পর্যন্ত মিছিল করেই কর্মসূচিতে দাঁড়ি টানল তৃণমূল। তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও রাজাবাজারে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিতি খারাপ ছিল না। মঙ্গলবার কর্মসূচিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, কৃণাল ঘোষরা উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সূত্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে মমতারও। কিন্তু রবিবার রাতেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়ে দেন, তিনি কোনও বিচারনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন না। এরপরই তড়িঘড়ি কলকাতায় ফেরেন মমতা। অনেকেই ভেবেছিলেন দলের ছাত্র-যুবদের ডাকা প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মমতা। সোমবার ঢেচলার পূজো উদ্বোধনে গিয়ে মমতা-তৃণমূলের কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ইশিয়ারিতে জল্পনা আরও বেড়েছিল। সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী ইশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মিছিল করতেই দেব না। পুলিশ কমিশনারকে বলেছি রাজাবাজার থেকে এক পাও এগোতে দেবেন না। যেখানে জরু সেখানেই শেষ হবে।' পুলিশ প্রশাসনকে শক্ত হাতে 'বিশৃঙ্খলা' মোকাবিলা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা মিছিল শুরু করার ইজাানা, মিছিলের ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও দুপুর দুটো নাগায় রাজাবাজারে জমায়েত শুরু হয়। কিন্তু বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয়

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ফের আরশোলা কটাক্ষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পূজো উদ্বোধনে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে হারপোকা, আরশোলা কটাক্ষ। ককরোক্ত জনতা পার্টির আন্দোলন ও দিমাগি নকশালদের থেকে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেবী দুর্গার কাছে অসুর বধের শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনাও জানানলেন তিনি।

বেশিরভাগ পূজোর উদ্বোধনেই চাহিদা বেশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মানুষের সেই দাবিই মোতাবে মুখ্যমন্ত্রীও চুটনিয়ে কলকাতা থেকে জেলায় জেলায়। মঙ্গলবার নয়িয়ার কল্যাণী, রানাঘাট ও বনগায় পূজো উদ্বোধনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বনগায় গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পূজোর অন্যতম উদ্যোক্তা খ্যামদত্তী অশোক কীর্তিনীয়া। দাপুটে নেতা অশোক এবার রাজ্যের মন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলেও পরিচিত। তাই দিল্লি যাওয়ার তাড়া থাকলেও বনগায় পূজো উদ্বোধনকে বাদ দেননি মুখ্যমন্ত্রী। পূজোর মঞ্চ থেকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সনোদার দাবিতে দেশজুড়ে সিজেপির আন্দোলন নিয়ে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ছারপোকা, আরশোলারা দেশের মধ্যে থেকে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন।' পাশাপাশি শহুরে নকশালদের থেকেও সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দিমাগি নকশালরা কাম্বীর মাড়ে আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতকে তাই শক্ত করা দরকার।'

পূজো উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আপনাদের জন্য একটা ভালো খবর, সিএ শংসাপুর দেওয়া অধিকারী এখন রাজ্য। তাই আগামীদিনে সিএ শংসাপুর পেতে এখন আর কোনও সমস্যা হবে না।'

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে				
আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে মোকবিলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ০২ জোড়া ট্রেন/এক্সপ্রেস ট্রেন সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ—				
● সম্পূর্ণ বাতিল : (১) ১৪০০৪ নিউ দিল্লি - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাঙ্গা ওকুর তারিখঃ ০৩/১২, ০৬/১২, ১০/১২, ১৩/১২, ১৭/১২, ২০/১২, ২৪/১২, ২৭/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৩/০১, ০৭/০১, ১০/০১, ১৪/০১, ১৭/০১, ২১/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০৪/০২, ০৭/০২, ১১/০২, ১৪/০২, ১৭/০২, ২০/০২, ২৪/০২, ২৮/০২ ও ২৮.০২.২০২৭ = ২৬ টি ট্রা।) (২) ১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (যাঙ্গা ওকুর তারিখঃ ০৪/১২, ০৮/১২, ১২/১২, ১৫/১২, ১৮/১২, ২১/১২, ২৪/১২, ২৮.১২.২০২৬; ০২/০১, ০৪/০১, ০৮/০১, ১২/০১, ১৫/০১, ১৮/০১, ২০/০১, ২৮/০১, ৩০/০১, ২০/০২, ২৪/০২, ২৮/০২, ৩০/০২, ২০/০২, ২৪/০২, ২৮/০২ ও ০২.০৩.২০২৭ = ২৬ টি ট্রা।)				
● চলাচলের দিন হ্রাস : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত বাতিল থাকবে : (১) ২২৪০৬ আসন্ন বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব বধ এক্সপ্রেসঃ ০২/১২, ০৩/১২, ১৬/১২, ২৮/১২, ৩০.১২.২০২৬; ০৬/০১, ১৩/০১, ২০/০১, ২৭/০১, ২৮/০১, ১০/০২, ১৭/০২ ও ২৪.০২.২০২৭ = ১৬ টি ট্রা। (২) ২২৪০৭ ভাগলপুর-আসন্ন বিহার টার্মিনাল গরীব বধ এক্সপ্রেসঃ যাঙ্গা ওকুর ট্রেন থেকে বাহিরের দিন - কেলমার বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ যাঙ্গা ওকুর তারিখঃ ০৩/১২, ১০/১২, ১৭/১২, ২৪/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৭/০১, ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২ ও ২৪.০২.২০২৭ = ১৬ টি ট্রা। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।				
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার				
পূর্ব রেলওয়ে				
অনুসরণ করুন : X @EasternRailway f @easternrailwayheadquarter				

মালদা টাউন-শকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন				
উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪০৯/০৩৪০৯ মালদা টাউন-শকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংকীর্ণ কর্মসূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলেবে :				
মালদা টাউন-শকুর বস্তী	(০৩৪০৯)		(০৩৪০৯)	
তারিখ	পৌঃ	ছাত্র	পৌঃ	তারিখ
—	১০.০০	—	—	—
১২.৫০	১২.৫৫	↓	সাংস্রোজ	২২.২৫
১৪.০৫	১৪.৫৫	↓	ভাগলপুর	২১.০৫
১৪.৫৫	১৪.১০	↓	ভাগলপুর	১৯.১০
২০.১০	২০.২০	↓	পাটনা	১৫.৫০
১৬.১৫	১৬.২৫	↓	বিল্লি	১৯.৩০
১৭.০০	—	শকুর বস্তী	—	১৯.৩০
উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি প্রথমোক্ত উভয় অভিমুখে নিউ যরাক্টা, বড়হরওয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কুটিল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেশ নগর টার্মিনাল, দানাপুর, আর, বরার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেলগঞ্জ, গোবিন্দপুত্রী এবং টুণ্ডলা টেশনেরও থাকবে। চলাচলের তারিখ/দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪০৯-১৬.১০.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং শকুর বস্তী থেকে ০৩৪০৯-১৭.১০.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। গঠন : এসি ও টিআর - ০৬, ট্রিপার ক্রস - ০৬, সাংস্রোজ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৬, এলএলএলএলটি - ০১ এবং প্যাসেঞ্জার কার-০১ = ২২টি কোচ। স্ক্যাটরিং : মেস/এক্সপ্রেস।				
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রাকপোর্টেশন ম্যানেজার				
পূর্ব রেলওয়ে				
অনুসরণ করুন : X @EasternRailway f @easternrailwayheadquarter				



ঐক্যের মাঝে সংশয়

শাসককে দড়ি ধরে টেনে নামাতে বিভিন্ন শক্তি জোট বেঁধে থাকে। ইতিহাসে সেরকম উদাহরণ অজস্র। যদিও সেই শক্তিগুলির মধ্যে মতাদর্শের হাজার ফারাক থাকে। তীব্র মতপার্থক্যও থাকে পরিস্থিতির বিপ্লবণ নিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় বিভিন্ন মতবাদের শক্তি একত্ববদ্ধ হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এরকম ঘটনা অনেক। এই ধরনের একা চিরস্থায়ী হয় না। মূল্য লক্ষ্য হাসিল হলে একতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আবার কখনও মাঝপথে জোট ভেঙে পড়ে।

ইন্দ্রিা গান্ধিকে গদীচ্যুত করতে সফল হয়েছিল জনতা পাটি ও বামোদের জোট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির মিলিত রূপ জনতা পাটি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। বামোদের সঙ্গে জনতা পাটির সখ্যও বেশদিন টেকেনি। বামোরা বিরোধে করায় ইউপিএ (সোনিয়া গান্ধি যার চেয়ারম্যান ছিলেন) একসময় শক্তি হারিয়েছিল। বাংলায় বামোদের সরানোর কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট ভেঙে গিয়েছিল। ঘরোয়া বিবাদে বারবার রক্তক্ষরণ ঘটতেছে ‘ইন্ডিয়া’ জোট।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ও মুখ্য নিবাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এখন আবার বেশ সক্রিয় ‘ইন্ডিয়া’। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া। গত কয়েক বছর ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের মাথামাথি বেশ ভালোই। এখন তেমন অতি বাম বলে পরিচিতরাও ‘ইন্ডিয়ায়’ সক্রিয়। সর্বশেষ মিছিলে রাহুল ও প্রিয়ংকা গান্ধির পাশে আইসা সভাপতি নেহা বোরার উপস্থিতি সেই ছবিটা তুলে ধরেছে।

এর পিছনে কোনও মতাদর্শগত লক্ষ্য নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য, ভোটের কারবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে অপসারণ। বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেস পরস্পরের হাত ধরেছিল ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে অপসারণ করতে। তৃণমূল অপসারিত হয়েছে বটে। কিন্তু তার পেছনে কংগ্রেস, সিপিএমের ভূমিকা নেই। পুরোপুরি বিজেপির জয়ে তৃণমূলকে সরে যেতে হয়েছে। (কোণসময় মমতা শিবিএ এখন ষড়কূটের মতো সিপিএম, কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরছে।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফেনালাপ ও আক্রান্ত হওয়ার পর তড়িঘড়ি বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতে মমতার ইচ্ছাপ্রকাশ তার প্রমাণ। রাজ্য সরকারের বাধ্য বাংলায় কোনও কর্মসূচি করতে না পেরে নয়াদিল্লিতে গিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটে সক্রিয়তা বাড়িয়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকতে মরিয়া। হাতেক পোনে নিয়ে রাহুল-প্রিয়াংকার মিছিলের পেছনে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার গভীর উদ্দেশ্য আছে।

ককরোজ জনতা পাটি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এই দলটি বিজেপির বিরোধিতা করলেও ‘ইন্ডিয়া’র ঘনিষ্ঠ হয়নি। আপাতত তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে বাম ছাত্রদের বড় অংশ ককরোজ জনতা পাটির সঙ্গে পায় পা মিলিয়ে চলছে। সেই বাম পড়ুয়াদের মধ্যে লড়াবু নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটতেছে নেহা বোরার। দেশভ্রম্ভে নবীন প্রজন্মে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। রাহুল-প্রিয়াংকাদের তাই মিছিলে নেহাকে আগলে হাঁটতে দেখা গেল। ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে বিতাড়ন বা জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে। কেননা, ‘ইন্ডিয়া’র শরিকদের আলদা আলদা স্বার্থ আছে। বাংলায় বাইরের বিষয়ে মাথাব্যথা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আবার সিপিএম, কংগ্রেসেরও পাখির চোখ বাংলার ক্ষমতা। উত্তরপ্রদেশ এককভাবে দখল অখিলেশ যাদবের মূল লক্ষ্য। সিপিএমের নজর কেরলে থাকলেও সেখানে আবার পথের কটা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস।

অন্যদিকে, নেহা বোরার কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মাথামাথির ছবিটা কটর বামপন্থীদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। এতে বামমনস্ক মানুষ বিরূপ হতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে একই বিরূপতা বাম মানসিকতায় বিশ্বাসী অনেকের আছে। তাছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে পাশে নেহার ছবিটা প্রতীকী অর্থে হলেও সন্দেহ তৈরি করছে, এই অতি বামোরা তাদের পৃথক চরিত্র ধরে রাখতে পারবে কি। নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কার মেঘ চারিদিকে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলাভনের মধ্যে পড়িলে নিজগুণ জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নম্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শেথিল্যাবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সম্ভবিনা নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিরত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পক্ষে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অনার্যের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সত্য হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যদাবোধ।

—শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আজকের দিনে
জন্মগ্রহণ করেন
স্বাধীনতা
সংগ্রামী
লালা হরদয়াল।



প্রাক্তন ভারতীয়
ক্রিকেটার
লোক।
গৌতম গম্ভীরের
জন্ম আজকের
দিনে।

আলোচিত



অনেকে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন। তারা বলছেন, আমরা বিজেপির লোক। বিজেপির নির্দেশে আমরা এই কাজ করছি। গত ১০ অক্টোবর আমরা যে পুলিশি দমন-পীড়ন দেখেছিলাম, গতকাল ‘ইন্ডিয়া’ জোটের কর্মসূচিতে তেমন কিছু ঘটেনি। সরকার এভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে যেন সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। সুবার কাছে আমার অনুরোধ, সরকারের এই আমলাতন্ত্র বুরুল। তাদের উদ্দেশ্য, আমরা যেন একে অপরের সন্দেহ করতে থাকি। ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব বিশ্বাস করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে দেবেন না।

— অর্জুণ দীপকে

ভাইরাল/১



‘বিশাখা এক্সপ্রেস’ কাচেগুড়া স্টেশনে ছাড়লি। একজন ক্রেতার সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন। পা পিছলে রেললাইন ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যাচ্ছিলেন। এক মহিলা আরপিএফ কর্মী তাকে প্ল্যাটফর্মে তুলে নেন। রক্ষা বাবা-শিশুর।

ভাইরাল/২



১০ টাকার কয়েন জমিয়ে কিনে ফেললেন সাধের স্কুটার। তেলোপানার লাক্সেজিপটের এক যাত্রক ২০২৩ থেকে ১০ টাকার কয়েন জমাচ্ছিলেন। তিন বছর ধরে জমানোর পর বস্ত্রভর্তি কয়েন জমিয়ে পুরস্কারের শৌর্যমে আসেন। ১,২৩ লক্ষ টাকার কয়েন গুনতে দু-ঘণ্টা সময় লাগে কর্মীদের। তারপর নতুন স্কুটারের চাবি দেওয়া হয় তাকে।

কৌশল আর আদর্শের টানাপোড়েন

মোহন ভাগবত যখন নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়,’ তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর আদর্শগত বিবর্তন, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের নতুনভাবে তুলে ধরার এক সুকৌশলী কূটনৈতিক চাল?

কৌশিক কর্মকার



নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে বক্তব্যরত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।—ফাইল চিত্র

নির্দিষ্ট ছকে আটকে পড়েনি। এমনকি তাঁর উত্তরসূরি এমএস গোলওয়ালকরও গত শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশে বলেছিলেন যে, জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী না হলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন বা রীতিনীতি মেনে চলতে কোনও বাধা নেই। ভাগবতের মতো নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে এমন সব কথা বলছেন, যা শুনে অনেক সমালোচক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকও রীতিমতো বিম্বিত হচ্ছেন। ভাগবত প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে, বৈচিত্র্যই হল ভারতের ঐক্যের আসল সৌন্দর্য। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, ‘যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়।’ তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটাই আলোচনা— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর এক ঐতিহাসিক পালাবদল, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের একটি সর্বজনীন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক নিখুঁত রাজনৈতিক সমীকরণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস এবং আরএসএস-এর কৌশলগত বিবর্তনের দিকে একটু গভীরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নজর দিতে হবে।

মোহন ভাগবতের এই বক্তব্যগুলো নিছকই কোনও আকস্মিক বা আবেগতড়িত মন্তব্য নয়; এটি আরএসএস-এর সুদূরপ্রসারী বিশ্বকৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরএসএস এখন আর কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বিদেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে নিজেদের শাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। ভাগবতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—

বিশ্বমঞ্চে আরএসএস-এর যে একপাশে বা কটরপন্থী ভাবমূর্তি অনেক সময় তুলে ধরা হয়, তা বদলে ফেলা। আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমী বিশ্বের একাংশ অনেক সময় আরএসএস-কে কটরপন্থী শ্বেতাঙ্গ এবং ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে তুলনামূলক তুলনা করে থাকে। এই ধরনের তুলনা আরএসএস-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পথে একটি বড় বাধা। তাই ভাগবত এখন অত্যন্ত সুকৌশলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারত কেবল পেশিজাতিতে বলীয়ান কোনও আধুনী সামরিক শক্তি হতে চায় না; বরং ভারত হতে চায় এমন এক ‘বিশ্বগুরু’, যে সারা বিশ্বেকে আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা এবং বহুত্ববাদের পাঠ দেবে।

ভাগবতের সমর্থকরা এবং সংঘের তাত্ত্বিক নেতারা জোর গলায় বলছেন, আরএসএস কখনোই গোঁড়া সংগঠন ছিল না। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কেবি হেতগাওয়ার, কোনওদিন নিজের নামে কোনও মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনও দর্শন সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেবেন। তিনি সংগঠনকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং যৌথ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলেই অন্যান্য রাজনৈতিক বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো আরএসএস কোনও

এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ঘটেছে যা এই সম্প্রীতির বাতায় সঙ্গে সরাসরি সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কোথাও পাঠ্যবই থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অংশ বাদ দেওয়ার বিতর্ক, আবার কোথাও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি কিছু নেতার আক্রমণাত্মক মন্তব্য— এই স্ববিরোধিতাগুলোই সমালোচকদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। তাদের মতে, হিন্দুত্ববাদ আদতে একটি বহুমুখী মতাদর্শ, যা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরএসএস প্রধান আজ যে বহুত্ববাদ এবং সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একদলের মতে, এটি ভারতের বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার পথে সংঘের এক যুগান্তকারী আদর্শগত রূপান্তর। কিন্তু সমালোচকদের চোখে, নীচুতলার কিছু নেতার বাস্তব আচরণের সঙ্গে এই বার্তার অমিল থাকায় এটি নিছকই রাজনৈতিক কৌশল। এই দুই বিপরীতমুখী ব্যাখ্যার মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দুত্ববাদের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ।

সম্মান করে। এটি এমন কোনও ব্যবস্থা নয় যেখানে সবার নিজস্বতা হারিয়ে যাবে, বরং এটি একটি মিলনক্ষেত্র, যেখানে সবাই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি বজায় রেখেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একজোট হবেন। তবে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন। তারা এই বার্তাকে পুরোপুরি আদর্শগত পরিবর্তন হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। তাদের মতে, কৌশল হয়তো যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে, কিন্তু হিন্দুত্বের মূল আখ্যান কি সত্যিই এতটা পালটে গিয়েছে? সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছেন— যৌ, শীর্ষ নেতৃত্বের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক বার্তার সঙ্গে সংগঠনের নীচুতলার কাজের অনেক সময়ই একটা বিস্তর ফারাক থেকে যায়। ভাগবত যখন সম্প্রীতির কথা বলে হাততালি কুড়াচ্ছেন, তখন দেশভ্রম্ভে

গণ্ডি থেকে বের করে সমাজের সব স্তরের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেন এবং রাজনীতির বৃহত্তর আড়িন্যায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেন। আর তৃতীয় রূপান্তরটি আমরা দেখছি বর্তমান যুগে, যেখানে সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রায় হাত ধরাধরি করে চলছে। এই পর্বে এসে আরএসএস আর শুধু একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে আটকে নেই, বরং ভারতের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

ভাগবতের এই ‘বিশ্বগুরু’ হওয়ার স্বপ্ন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর এই বার্তা আসলে হিন্দু সমাজের ভেতরের ক্ষোভ এবং দেশের বাইরের সমালোচনা—দুইয়েরই একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। একটা সময় ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে যে ক্ষোভ বা মেরুকরণ তৈরি হয়েছিল, সংঘ এখন চাইছে সেই সংঘাতের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করতে। ভাগবতের এই মতবাদ আসলে দেশের সংখ্যালঘুদের কাছেও এক প্রজ্জ্বল আহ্বান, যাতে তাঁরাও প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক মূলধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

সব মিলিয়ে মোহন ভাগবতের এই নতুন দর্শন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষতার এবং বহুত্ববাদের এক নতুন দিশা, নাকি নিছকই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর এক সিন্ধু রাজনৈতিক কৌশল? সেই বিতর্ক হয়তো এখনই থামবে না। তবে আরএসএস যদি সত্যিই তাদের অতীতের কটর অবস্থান থেকে খানিকটা সরে এসে একটি সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ জায়গা থেকে আন্তরিকভাবে পা বাড়ায়, তবে তা নিঃসন্দেহে ভারতের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পরিকাঠামোর জন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি ঘটে এমডি দেওয়ার সময়, ইতিবাচক দিক।

(লেখক সাংবাদিক)

ভাষার শালীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা

কুভাষা ও অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার রুখতে দরকার যুক্তিবোধ, তথ্য যাচাই এবং মানবিকতার চর্চা।

শীলা সরকার



প্রতীকী



ভাষা যখন আক্রমণের অহ্র হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির বদলে কুসংস্কার জাকিয়ে বসে, আর যুক্তির জায়গা দখল করে অন্ধবিশ্বাস, তখন বাহ্যিক উন্নয়নের আড়ালে শুরু হয় অবক্ষয়। প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়েও কুভাষা, বিহেয ও গুজবের বিস্তার প্রশ্ন তোলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের মনও কি এগোচ্ছে?

ভাষা শুধু পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যম নয়, মানুষের চিন্তারও বাহন। শিক্ষা, রুচি ও মানসিকতার পরিচয় ভাষায় প্রকাশ পায়। মতের অমিল থাকতেই পারে, কিন্তু তা কাউকে অপমান করার অধিকার দেয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতের বিরোধ হলেই আক্রমণ, অশালীন মন্তব্য, বিব্রণ বা চরিত্রহননের প্রবণতা দেখা যায়। কখনও সম্পূর্ণ বক্তব্য না পড়েই মন্তব্য করা হয়, কখনও গুজবকে সত্য বলে প্রচার করা হয়। ফলে যুক্তির জায়গা ছোট হয়ে আসে, আর চিংচারের যেন সত্যের বিরুদ্ধে হয়ে দাঁড়ায়। কুভাষা শ্রোতাকে আঘাত করার পাশাপাশি বক্তার মানসিকতারও পরিচয় দেয়। যুক্তির বদলে গালিগালাজ শক্তির পরিচয় হয়ে উঠলে সুস্থ সংলাপ হারিয়ে যায়।

সংস্কার মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কুসংস্কার চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস শুধু পুরানো বলেই সত্য হয় না। আবার পুরানো

বিন্দুবিসর্গ



সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী: সবাঁসটী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলায়ক চিত্রকর কীর্ত্তক দুহাসচন্দ্র তালুকদার সরাণি, সুভাষপত্রি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাঁড়িভাসা, জগেন্দ্রনাথ-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরাণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৫২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। প্রোবিশার অফিস: সিসভার প্রুবিণি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন: ৯৬৫৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস: বিহানি আবাসন, প্রাইড ফ্লোর (নেতাজি ফেডের কাছে), গোলাপগি, বাঁধ রোড, আলদা-৭৩২১০১, ফোন: ৯৮০০৫৮৫৪৫০। শিলিগুড়ি ফোন: ৮৩৭৩০৯১৯৯১, ফোননং: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞান: ২৫২৪৭২২/২০৬৪৮৯০৯৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅপ: ৯৭৩৫৭৩৬৩৭৭।

Editor & Proprietor: Subyassachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E-Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

গণতন্ত্রের জননী ভারত, বার্তা নরেন্দ্র মোদির

’২৯-এও হারবেন, রাহুলকে খোঁচা শা’র

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে রাজধানীতে। সিইসির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি, আরএসএস-কেও নিশানা করছে বিরোধী শিবির। এই

‘কে ক্ষমতায় রয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়। বরং ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।’

দিল্লিতে প্রতিবাদ দমন করতে পুলিশের বলপ্রয়োগ, ধরপাকড়, যন্ত্রমস্তুরে প্রতিবাদ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির রাস্তায় হেঁটেছে কেন্দ্র। এই অবস্থায় মোদির মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।



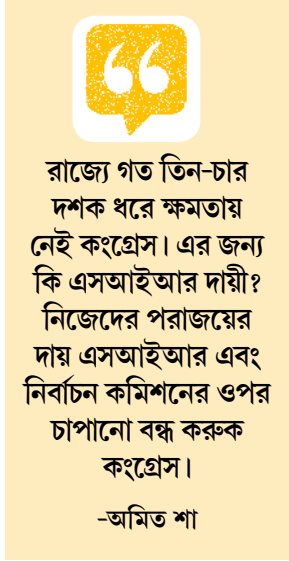
অর্থনৈতিক সম্মেলনে হাজির নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার স্ক্রমবার্গ নিউ ইকোনিমি ফোরামের বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্রের বড়াই করে বলেন, ‘ভারত গণতন্ত্রের জননী’। শতাধিক ভাষায় রয়েছে ভারতের। প্রায় ৮০ হাজার নথিভুক্ত সংবাদপত্র রয়েছে। ১ হাজারেরও বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল রয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটির বেশি ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন।’

মোদি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের দেশে দিয়েয়েছেন, খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কে জড়তে পারেন। নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা,

এদিকে বিরোধী ইন্ডিয়া জেট কড়া ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল কংগ্রেসের বিশেষ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছেন। গুজরাট, ত্রিপুরা, রাজস্থানের স্থানীয় নির্বাচন এবং একাধিক বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনে বিজেপির দাপুটে জয়ের কথা জানিয়ে শা-র খোঁচা, ‘রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস লাগাতার হাজার জন্য বরং আত্মসমীক্ষায় বসুক। তিনি বলেন, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার মতো ‘রাজ্যে গত তিন-চার দশক বরে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। এর জন্য কি এসআইআর দায়ী? নিজেদের পরাজয়ের দায় এসআইআর এবং

নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানো বন্ধ করুক কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তাকে এসআইআরের আড়ালে ঢেকে রাখা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধির।’



২০২৯ সালেও কংগ্রেস পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপরদিকে পীযুষ গোয়েল বলেন, ‘সংবিধানকে অপমান করছেন রাহুল গান্ধি। নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গিয়েছেন তিনি। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। রাহুলের কারশেই কংগ্রেস বারবার গণভাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। উনি সবচেয়ে বড় রেড স্ল্যাগ। সুপ্রিম কোর্টের পিটিশনে ১৪টি ক্রটি রয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ অন্ধকারে রয়েছে।’

গান্ধিনগর পুরসভার পাশাপাশি বনসকাহ্না জেলার থারা পুরসভা এবং ধারকা জেলার ওখা পুরসভাও দখল করেছে পদ্মশিবির।

সিইসি-কে রক্ষাকবচ

কেন্দ্র-কমিশনকে নোটিশ কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কাশ, বিচারপতি জয়মালা বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহন্যর বেক্ষ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২৩-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রে্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) মামলাটি করেছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি। ওই আইনের ১৬ নম্বর ধারায় বলা আছে, দায়িত্বে থাকা বা প্রাক্তন কোনও সিইসি অথবা নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে তাঁদের সরকারি দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ বা চালিয়ে যেতে পারবে না।

যদিও সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতো সিইসি-র অপসারণ সম্ভব। অপসারণের পদ্ধতিও একই হবে। সিইসির সুপারিশ ছাড়া অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সরাসরে যাবে না। কংগ্রেস সাংসদ শশী ধার্মর এই বিষয়টি সামনে এনে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘জ্ঞানেশ কুমারের কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। ২০২৩ সালের শেষে বিজেপি সরকার একটি আইন পাশ করিয়ে তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন কর্মী খুন পঞ্জাবে

মানসা, ১৩ অক্টোবর : ফেসবুক লাইভ চলাকালীন পঞ্জাবের মানসায় এক ওষুধ বিক্রেতার গুলিতে প্রাণ হারালেন পরিচিত মাদকবিরোধী সমাজকর্মী পরবিন্দর সিং ঝোটা। দোকানে বেআইনি মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রোজ্ধ থেকে গুলি করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে ওই ওষুধের দোকানে যান পরবিন্দর। প্রৌঢ়ের দাবি ছিল, সেখানে থেকেই তিনি মাদক কিনেছেন। এই নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পরবিন্দরের। প্রায় চার মিনিটের সেই সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, দোকানদার হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বুক চিতিয়ে পরবিন্দর তাঁকে বলেন, ‘মার মুখে, মার মুখে।’ দোকানদারের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি জানানোয় পরেই আচমকা গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পরবিন্দর। ঘটনায় নিহতের কয়েকজন সঙ্গী আহত হন। দোকান বন্ধ করে চাপুট দেয় অভিযুক্ত।

গেট টপকে যন্ত্রমস্তুরে বিক্ষোভ ককরোচদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখানোর স্থানের তালিকা থেকে যন্ত্রমস্তুরের নাম সোমবারই মুছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঙ্গলবার যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন সৌরভ দাস, আশুতোষ রাফা, আজিজা শিন্ডের মতো ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতারা। গেটের রেলিং টপকে তাঁরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিতে থাকেন তারা। ককরোচদের এই বিক্ষোভ বেশিক্ষণ টেকেনি। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাদের আটক করে। সংগঠনের নেতাদের এভাবে আটক করায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

দেশে স্বৈরশাসন চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। আটক

জেডিইউয়ের দপ্তরের দিক থেকে যন্ত্রমস্তুর যাওয়ার রাস্তায় একটি লোহার গেট টপকে ভিতরের ঢুকে পড়েন সৌরভরা। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘আমরা যন্ত্রমস্তুর পুনর্দখল করেছি। আমরা যন্ত্রমস্তুরে ঢুকেছি। আর এবার আমাদের আটক করা হচ্ছে। সমস্ত তরুণদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা। আমরা এটা করতে পারি। জ্ঞানু, ইউ আর ডান ব্রো।’ এই কড়া নজরদারিতে চোখ এড়াতে রীতিমতো কালাখান ছুঁতে নিয়মভাঙা চালকদের।

আটক সৌরভ-রাফা, ক্ষোভ দীপকের



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কে? এটি একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্থান। আমরা যন্ত্রমস্তুর থেকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ করাব।’

ঘটনায় দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দীপকে। কেন্দ্রকে বিধে তিনি বলেন, ‘আমাদের টিম আজ সকালে যন্ত্রমস্তুরে ঢুকছিল এবং জাতীয় পতাকা তুলেছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবে থেকে আইনভুক্ত পরিণত হল? জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কীভাবে কাউকে থ্রেপ্তার করা যায়?’ দিল্লি পুলিশকে তাঁরা তোপ, যাদের হেপাযজতে নেওয়া হয়েছে তাঁদের আইন অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। গোটা দেশ যন্ত্রমস্তুরে পরিণত হবে। এটা শুধু একটি স্থান নয়। আমাদের আইনজীবীরা থানার ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। দেশে তানাস্থি চলছে।’

একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আলাদা আলাদাভাবে সমান্তরাল আন্দোলন নয়, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন করার বার্তা দিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। জ্ঞানেশ কাণ্ডে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানকে সামনে রেখে দিল্লির রাজপথে যে জনপ্রাবন দেখা গিয়েছে তাতে উচ্ছসিত বিরোধী শিবির। দিল্লি তথা দেশের সাধারণ মানুষকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নেতানৈরীদের সঙ্গে চায়ে পে চাচার বসেছিলেন তিনি। সেখানে হাজির ছিলেন জ্ঞানেশ জ্ঞানেশ আলোদানের দুই মুখ তথা বাম ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা এবং ঐশী ষোষ। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং যোগেশ্ব যাদবও। বৈঠকের একটি বৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও করেন বিরোধীরা। সেখানে সবার শেষে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিরোধ থামবে না, মানুষের প্রতিবাদও চলবে। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়ে যাবে বিরোধীরা।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জনমতকে যারা খর্ব করেছেন, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জবাবদিহি করতে হবে। ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং জনপ্রতিরোধ চলবে। শেষপর্যন্ত জয় তাঁদেরই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিচার হবেই। মোদি-শা-র চারপাশে থাকা জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে।’ তাঁর বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার

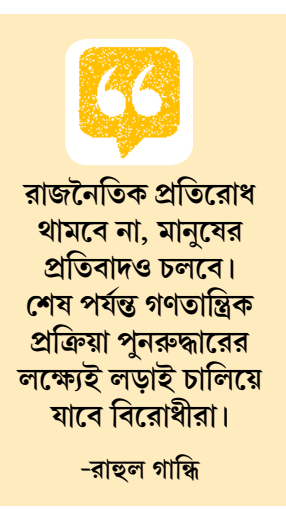
পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি এবং দেশের বিচারব্যবস্থা নিজেদের ভূমিকা পালন করবে।

এদিন রাহুল গান্ধির পাশাপাশি একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, এনসিপি-এসপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, মমতা-তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে ইন্ডিয়ার একাবদ্ধ ছবিটাকে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোট পর্যন্ত আটুট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে রাস্তায় নামার জন্য তৈরি থাকার কথাও হয়েছে। তবে নবরাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় নেমে কোনও আন্দোলন হবে না বলেই ঠিক হয়েছে। ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার একটি জনসভা ডাকা হয়েছে। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের মূল দাবিকে সামনে রেখে কীভাবে আন্দোলন জারি রাখা যায় সেবিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যন্ত্রমস্তুরে আন্দোলন, বিক্ষোভ চলবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা।

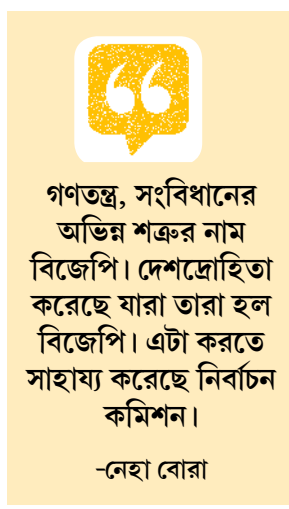
সাংবাদিক বৈঠকে অন্য বিরোধী নেতানৈরীদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন আইসা সভানেত্রী নেহা বোরাও। তিনি বলেন, ‘গণরক্ত, সংবিধানের অভিন্ন শত্রুর নাম বিজেপি। দেশদ্রোহিতা করতে যারা তারা হল বিজেপি। এটা করতে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন।’ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘২ অক্টোবর থেকে দিল্লিতে সিইসির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু



ইন্ডিয়ার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল, খাড়গের সঙ্গে হাজির ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা। নয়াদিল্লিতে।



হয়েছে। তাকে পদদলিত করতে সব বন্ধ করেছে সরকার। আধানো নামিয়েছে। প্রতিবাদ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। সবাই মিলে আন্দোলনে



লড়ব। শ্রমিক সংগঠনগুলিও আসবে। এটা গণতন্ত্রের লড়াই। আমরাই জিতব।’ অপরদিকে মমতা-তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘ভোট কাটার জন্য



আয় তবে সহচরী...

মঙ্গলবার ডাল লেকে।

‘লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ’

২৮ জায়গার নামকরণ নিয়ে চিনকে কড়া বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। চিনের কোনও অযৌক্তিক আপত্তি এই বাস্তবতার বদল ঘটাতে পারবে না। লাদাখে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণের পর বেজিংয়ের আপত্তির কড়া জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

সম্প্রতি লাদাখের ২৮টি স্থানের নতুন নামকরণ করেছে ভারত। উদ্দেশ্য, সীমান্ত সংরক্ষণ এলাকায় চিনেরদের প্রশাসনিক ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা। ভারতের পদ্মক্ষেপ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসে উঠে চীন। বেজিংয়ের দাবি, লাদাখের ওই এলাকাগুলির ওপর ভারতের অধিকার নেই। এই ধরনের নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে তারা।

চিনের এই অযৌক্তিক আপত্তির কড়া জবাব দিয়েছে সাউথ ব্লক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ সম্পূর্ণভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও ভিত্তিহীন আপত্তিতে এই বাস্তবতার বদল হবে না।’ বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা যে



■ লাদাখের ২৮টি জায়গার নতুন নামকরণ করেছে ভারত

■ এর তীব্র বিরোধিতা করেছে চিন

■ বিদেশমন্ত্রকের জবাব, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ

■ নিজেদের ভূখণ্ডের নামকরণে অন্য দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই

■ অরুণাচলে চিনা আগ্রাসনের পালটা হিসেবে বেজিংকে এই বার্তা দিল্লির

কোনও ভৌগোলিক বা কৌশলগত স্থানের নামকরণের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র ভারতেরই রয়েছে।

এর জন্য অন্য কোনও দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অবাস্ত্বিত হস্তক্ষেপ ভারত বরাদ্দ করবে না।

কূটনৈতিক মহলের মতে, অরুণাচলপ্রদেশকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে চিন প্রায়ই সেখানকার বিভিন্ন অংশের চিনা নামকরণ করে থাকে। ভারত বরাবর চিনের সেই আগ্রাসী পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার ভারত নিজেরই লাদাখে কৌশলগত স্থানগুলির নামকরণ করে শি জিনপিংয়ের দেশকে তাদেরই ভাষায় জবাব দিল।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি থমকবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশই বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে। বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও কূটনৈতিক বৈঠকের পরেও সীমান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে লাদাখের সীমান্ত এলাকায় ভারতের দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ২৮টি স্থানের নামকরণ বেজিংয়ের অসম্মতি যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকায় ইউনুসকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ১৩ অক্টোবর : নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক নিমানবন্দরে বিক্ষোভ ও হেনস্তার মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্ভুক্তি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস। সোমবার দোহা থেকে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছেন। হুইলচেয়ারে করে টার্মিনাল ৪ থেকে বেরোনোর সময় একদল প্রবাসী বাংলাদেশি তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে ‘আপনি একজন সন্ত্রাসবাদী’ এবং ‘আপনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন। তিনি কেন আমেরিকায় এসেছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইউনুসের আমলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য পুলিশকর্মীর প্রাণ গিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ইউনুসকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান। প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বর্তমানে ইউনুসের হাতে গড়া গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের দাবি উঠেছে। বিক্ষোভ নিয়ে ইউনুসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : রাফল চূড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘কমভায়-ইন-থিংক’ এবং ‘চোরো কে সদধি’ মন্তব্যের জেরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা চাচ্ছে নিম্ন আদালতে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে।বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংয়ের বেষ্ট একটি নোটিশ জারি করে চার সপ্তাহের মধ্যে কেফিয়াত তুলব করেছে। বিজেপি কর্মী মহেশ শ্রীশ্রীমাল অভিযোগ করেছিলেন, রাহুল যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবমাননাকর এবং মোদির সম্মানহানি করেছেন তিনি। তিনি গিরগাঁওয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন, রাহুলের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সদস্যদের লক্ষ্য করেছে করা হয়েছে। সেই কারণে তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে?’

প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআই-এ মাশুল চালুর কথা ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্টের ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকেই ব্যবসায়ীমহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উৎসবের সময় এনিমতইে কেনাকাটা ও ডিজিটাল

লেনদেন বেশি হয়, তাই এই সময়ে মাশুল চাপালে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন তারা। সেই চাপেই আপাতত পিছু হটল মোদি সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউপিআই-এর দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণই হল এর বিমামূল্যে পরিষেবা। এখন ব্যবসায়ীদের ওপর মাশুলের বোঝা চাপলে তা পরোক্ষভাবে সাধারণ ক্রেতাদের যাড়য়ে পড়বে।

দীপাবলির পরেই বসবে ইউপিআই চার্জ



শাহরুখের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক

২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে কিং। প্রধান চরিত্রে শাহরুখ খান, ভিলেন অভিনেয় বচন, প্রেম করার দায়িত্বে আছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অভয় বর্মা। নির্মাতারা চাইছেন ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম বলক প্রকাশ করতে। এই বলক প্রকাশের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করবেন তাঁরা, তারিখ ঠিক হয়নি। ছবির গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শুরু হয়েছে ১১ অক্টোবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি এই অংশের শুটিং শেষ করে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ একটি নাচের দৃশ্যের শুটিংয়ে মন দেবেন। এই দৃশ্যে থাকবেন সুহানা খান, তাঁর নাচের দক্ষতা এই গান থেকেই দেখতে পাবেন দর্শকরা। ছবিতে আছে চোখ ধাঁধানো ভিএফএক্স, এই বিভাগে কাজ করছে প্রোডাকশন টিম। সব মিলিয়ে এবারের খ্রিস্টমাস জমজমাট করে তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিং বা শাহরুখ খান ও তাঁর টিম।

একনজরে সেরা

অভিনেতার মৃত্যু

টেক্সাসে প্রয়াত ব্রেকিং ব্যান্ড সিরিজের ওয়াশ্টার হোয়াইট জুনিয়ার অর্থাৎ আরজে মিত্তে। বয়স হয়েছিল ৩৪। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে মনে করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। শৈশবে সেরিরালা পলসিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করেছেন। কেনেডি স্যুরেজের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয়েছিল। শিল্পীমহলে শোকের ছায়া।

দুর্গা হোমা

৭৮ বছর বয়সে হোমা মালিনি দুর্গা হয়ে মঞ্চ মাতালেন। তেলেঙ্গানার আগরওয়াল সমাজের আত্মা ডাঙিয়া নবরাত্রি উদযাপনের জন্য ক্লাসিক কনভেনশনে এই অনন্য রূপে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। অনুষ্ঠানের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছেন তাঁর জনপ্রিয় ব্যালে দুর্গার পারফর্ম করতে পেরে তিনি ধন্য। নেটজেন তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পিছোল স্পিরিট

ভমশি পাইডিপল্লি পরিচালিত সলমন খান অভিনীত ছবি মনস্টার ২০২৭ এর ইদের সময় মুক্তি পাবে, তারিখ ঠিক হয়নি। আবার, প্রভাসের স্পিরিট আসতে ৫ মার্চ। এই সংঘাতে দুটি ছবিরই বক্স অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই স্পিরিট পিছিয়ে গেল। সম্ভবত ওই বছরের শেষের দিকে আসবে ছবিটি, তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।

ফিরলেন বিপাশা

হনসল মেহতার ক্রাইম থ্রিলারে ৬ বছর পর আবার অভিনয়ে ফিরলেন বিপাশা বাসু। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মায়মান ছবির নাম ঠিক হয়নি। ছবিতে দেখা যাবে বিশাল জেঠওয়া ও সানি কৌশলকে। ছবির শুটিং শুরু হবার কথা জানা গেল সম্প্রতি। সানি পুলিশ অফিসার হয়েছেন, বিপাশা ও বিশালের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

অবসরের অমিতাভ

সম্প্রতি ৮৪-তে পা দিয়েছেন অমিতাভ বচন। এখনও কাজ করছেন, সে প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমি কৃতজ্ঞ যে এখনও কাজ করতে পারছি।’ এখানেই তিনি বলেছেন, ‘অনেকে আমাকে অবসর নেওয়াতে চাইছে। কেন নেব? আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এতগুলো বছর কেউ একজন কোনও জায়গা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে চলেছে।’

বাবা হতে চান সলমন

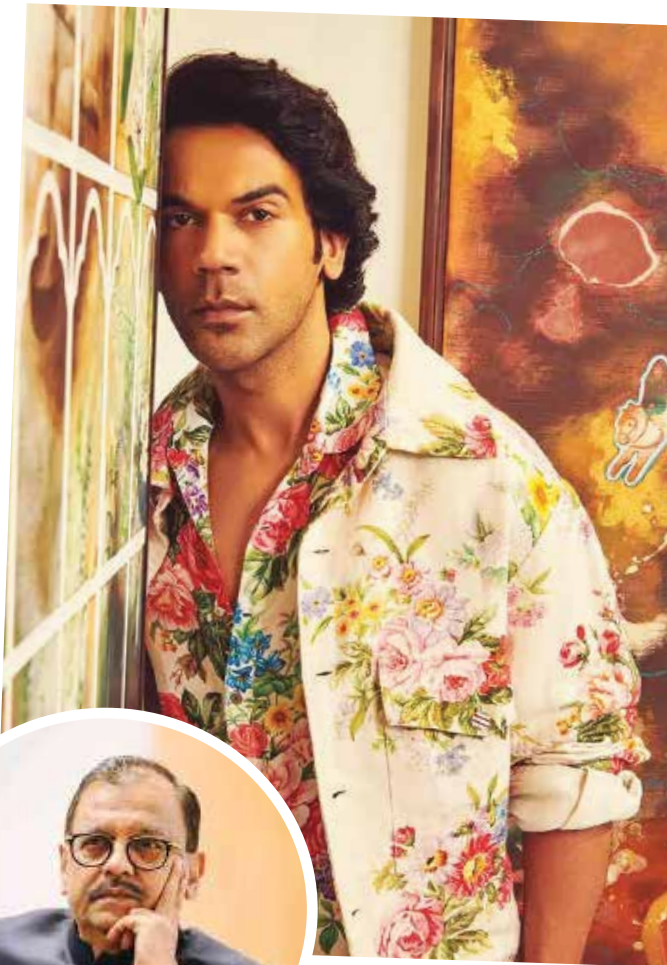


কফি উইথ করণ-এর শেষ সিজনের অতিথি সলমন খান। প্রথম পর্বের প্রোমো এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে করণ ও সলমনের খনসূটির চমকদার মুহূর্ত। তাঁর বিয়ে, প্রেম, এখনও ভার্জিন কিনা—এসব নিয়ে প্রশ্ন তো হুঁড়েছেনই করণ, তার সঙ্গে এসেছে সলমনের নিজের সন্তানের কথা। সলমন তাঁর ভাইপো-ভাইবি, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটান। এরকম ছবি প্রায়ই দেখা যায়। এখানেই করণ প্রশ্ন করেন, যে মানুষটা ভাইপো-ভাইবিরদের এত ভালোবাসে সে কি নিজে বাবা হতে চায় না। তাতে সলমন বলেছেন তিনি বাবা হতে চান, নিজের সন্তান চান। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আরও কী বলছেন তা জানতে চোখ রাখতে হবে কফি উইথ করণ-এ। দেখা যাবে জিও হস্টলার-এ, ১৪ অক্টোবর।

রাজকুমার কে? প্রশ্ন উজ্জ্বলের

দেশের সেলিব্রিটি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। তাঁর বয়োপিক প্রহার, দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ উজ্জ্বল নিকম –এ নামভূমিকায় রাজকুমার রাও। এই উজ্জ্বল ২৬/১১-র মুহুর্তি বিস্মোদন সেরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, তাঁর সওয়ায়েলি বিস্মোদনগে ধৃত আজমল কাসভের ফাঁসি হয়। ইতিমধ্যে ছবির ট্রেলার দর্শকদের পছন্দ হয়েছে, রাজকুমার রাও প্রশংসা পাচ্ছেন। কিন্তু এই রাজকুমারকে উজ্জ্বল চিনতেন না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উজ্জ্বল বলেছেন, ‘ছবির পরিচালক অবিনাশ অরুণ যখন ছবির কথা আমাকে বলেন এবং জানান রাজকুমার রাও হবেন পদার উজ্জ্বল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবিনাশজি, রাজকুমার কে?’ তারপর অবিনাশ রাজকুমার সম্বন্ধে উজ্জ্বলকে জানান। একদিন নিকম সেটে যান শুটিং দেখতে। তখনই রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিনেতার কাজ সামনে থেকে দেখে তাঁর ভালো লাগে, বিশেষ করে তারকাসুলভ আচরণের বদলে অভিনেতার সাধারণ ব্যবহার তাঁর পছন্দ হয়। তার কথা, রাজকুমার একজন প্রকৃত অভিনেতা, আমার গুঁকে ভালো লেগেছে।’ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে রাজকুমার তাঁর ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গী, তাঁর রসবোধকে পায় তুলে ধরেন। এখানেও অভিনেতার কাজ তাঁর ভালো লেগেছে। রাজকুমার আগে আগে শাহিদ, আলিগড়, শ্রীকান্তের মতো বয়োপিকে কাজ করেছেন।



উজ্জ্বল নিকমের বয়োপিক ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়োপিক দাদা-তেও তিনি সৌরভের চরিত্র করছেন।

রবির প্রিক্যুয়েলের পরিচালক স্বয়ং স্ট্যালোন

রকি মানে সিলভেস্টার স্ট্যালোন, যে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাকে বিশ্বজুড়ে সুপারস্টার, করে দিয়েছিল। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পা রাখল। সেই রকির প্রিক্যুয়েলের কথা বলেছেন স্বয়ং সিলভেস্টার। এবার সিরিজ হিসেবে আসবে এটি, তার পরিচালনা করবেন তিনিই। এই কথা তিনি জানিয়েছেন এন্টারটেনমেন্ট উইকলিতে এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর কথায়, ১৬ বছর বয়সী রকিকে নিয়ে এরকি সিরিজ বানানো যায়। এখানে রকির বাবা, মা, সৎ ভাইদের আনা হবে। দেখা যাবে রকি জীবনের এই অংশে কতটা লক্ষ্যহীনভাবে কাটিয়েছে। আজকের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ছবি একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে। অনেক দিন ধরেই তিনি প্রিক্যুয়েল সিরিজ বানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ছবির প্রযোজক আরউইন টুঙ্কলার ছবির সন্ধু আটকে রেখেছিলেন। সেটির অধিকার তিনি ছেড়েছেন কিনা, স্ট্যালোন তা জানাননি। তবে প্রিক্যুয়েল বানানোর জন্য তিনি কিন্তু এখনও আগ্রহী। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল হলিউডে নতুন ছবি হচ্ছে নাম আই প্লে রকি, রকির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে। এই উদ্যোগ। পিটার ফ্যারোলি ছবির পরিচালক, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের চরিত্রে অ্যান্টনি ইপালিতো। এর অর্থ, রকি নিয়ে মেতে উঠেছে হলিউড ও বিশ্বের রকি এবংসিনেমাশ্রমীরা।



কেরালায় একেন ও দ্রুশ ৭

পুজোয় সুরেলা উপহার শিলিগুড়ির দম্পতির

তমালিকা দে

ক্লাস এইটে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গিটার হাতে নিয়ে যে সুরের সফর শুরু হয়েছিল, তা আজ পৌঁছে গিয়েছে টলিউডের প্ল্যামারাস লাইমলাইটে। শিলিগুড়ির রথখোলায় ছেলে অম্লান চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তথা গায়িকা সোহিনী সাহা— পুজোর আবহে কলকাতার বিনোদন জগতে এখন এই শিলিগুড়ির দম্পতির জোড়া আলো। একদিকে ‘দ্য একেন কেরালায় কুরুক্ষেত্র’-এর মতো বিগ বাজেটের ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সামলেছেন অম্লান, অন্যদিকে ‘দেশ-৭’ ছবিতে ডান্স নাট্যর ‘নাচে রে নাচে সারা বাংলা’ গেয়ে বাজিমাত করেছেন সোহিনী। ইতিমধ্যেই গানটি ৩ মিলিয়ন ভিউজ পার করে ফেলেছে। দুর্গাপুজোর আবহে দুজনেই এখন নিজেরদের ছবির প্রচারে তুমুল ব্যস্ত। আর এর মাঝেই স্বামী না স্ত্রী— কার কাজ শ্রোতাদের মনে বেশি দাগ কেটেছে, তা নিয়ে টলিপাড়ায় চলছে জোর চর্চা।

২০১৪ সালে কলকাতার টলিপাড়ায় একেবারে ‘আউটসাইডার’ হিসেবে পা রেখেছিলেন অম্লান।

তবে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিন্যাপীঠ থেকে স্কুলজীবন পেরিয়ে শিলিগুড়ি কর্মার্স কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে এমবিএ করে কলকাতা ও দিল্লিতে কয়েক বছর কর্পোরেট চাকরিও করেছেন। কিন্তু টানটা বরাবরই ছিল সংগীতের প্রতি। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের সংগীতচর্চার পরিবেশ, ‘ব্যান্ডেমাভরম’-এ বিজয়ী হওয়া এবং ‘সিধু দা’-কে জীবনের নানা পদক্ষেপে পাশে পাওয়া অম্লানকে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়েছে। যার গান শুনে বড় হয়েছেন, সেই ছোটবেলার আইডল অঞ্জন দত্তের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি। জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘দুপুর ঠাকুরপো’-তে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর অম্লানকে আর পছন্দে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের এই জার্নি প্রসঙ্গে অম্লান বলছিলেন, ‘‘ওয়েব সিরিজের পর ‘ভিলেন’ নামে একটা বাংলা সিনেমায় প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর থেকে টলিউডের পাশাপাশি বলিউড এমনকি বাংলাদেশের সিনেমাতেও মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। সিনেমা,



সিরিজ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭০টির উপরে কাজ হয়েছে।’’ টলিউডে জমি শক্ত করা মুখের কথা নয়, তবে হার না মানা মানসিকতা নিয়ে ‘চিনি ২’, ‘চোরে

চোরে মাস্তুতো ভাই’, ‘ডাল বাটি চুরমা’, ‘অপারেশন সুন্দরবন’ সহ আরও অনেক ফিচার ফিল্মে তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও ওয়েব সিরিজ ও টেলিভিশন তো রয়েছেই।

অন্যদিকে সোহিনীর ক্ষেত্রে সংগীতচর্চা একেবারে বংশপরম্পরায় পাওয়া। বাবা কুন্দন সাহা ছিলেন সংগীত জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই সূত্রেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দুর্দমনের ‘ছুটি ছুটি’ অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী হিসেবে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। সোহিনীর কথায়, ‘বাবার জন্য আমার সংগীত জগতের পরিচিতি ছোট থেকে। নিজেও গান খুব ভালোবাসি। শ্রেয়া ঘোষাল ও আশা ভোসলে আমার প্রিয় সংগীতশিল্পী।’ বহু সিরিয়ালের জিস্লেও গেয়েছেন সোহিনী। গত বছর ‘খাদান’ সিনেমায় তাঁর গাওয়া ‘ফিরাইয়া দাও’ গানটি শ্রোতাদের রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল। তাঁর গায়কী নির্মাতাদের এতটাই পছন্দের যে, পরবর্তীতে ‘দেশ-৭’-এর মতো সিনেমায় ডান্স নাট্যর গাওয়ার সুযোগ আসে।

গানের জগতের এই দুই মানুষের দেখাও হয়েছিল সংগীতের আলোচনার মাধ্যমেই। তবে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত গভ্রাতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত মাস। কর্মসূত্রে বর্তমানে টলিগঞ্জে সংসার সাজালেও, মাটির টানে শিলিগুড়ি এখনও তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। প্রতিবছর পুজোতে শিলিগুড়ি আসার চেষ্টা করেন তাঁরা। সোহিনী হাসতে হাসতে জানান, শিলিগুড়ি এসে প্রতিবারই বাড়তি কিছুদিন থাকার জন্য তাঁদের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়। বাবা ও মা দুজনের কাজই মোবাইলে দেখা যাচ্ছে বলে দারুণ খুশি তাঁদের তিন বছরের মেয়ে আরাধা চক্রবর্তী। বায়না জুড়েছে রিলিজ হলে তাকেও সিনেমা হলে নিয়ে যেতে হবে। দুটো গানই একরঙার একেবারে মুগ্ধ। তাই সারাদিন বাড়িতেই আপনমনে সেসব আওড়াচ্ছে বুদে আরাধা।



পিতৃখলিতে পাথর, বিগ বস ছাড়লেন ঝিলম

নমিনেশন প্রক্রিয়া চলার সময়েই বিগ বস বাংলার প্রতিযোগী ঝিলম গুপ্তকে ঘর ছাড়তে বললেন বিগ বস। এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন দর্শকরা। অসুস্থ হয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু কী হয়েছে, কেউ জানতে পারল না। তার জন্য চর্চা শুরু হয়েছে। বিগ বস বলেছেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ঝিলমকে চলে যেতে বলা হয়েছে। ঝিলমকে রীতিমতো কাদতে দেখা যায় সে সময়। পরে এক চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই চলে আসার কারণ জানিয়েছেন ঝিলমের বাবা। তিনি জানিয়েছেন, ‘মেয়ের পিতৃখলিতে পাথর বড় হয়ে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই চিকিৎসকের কথামতোই ঝিলমকে বিগ বস-এর ঘর ছাড়তে হল। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে এ কথা বললাম। আমি ওর বাবা।’ ঝিলমের অনুরাগীদের যেমন দুঃখ হচ্ছে, তেমনি অনেকে তাঁর চলে যাবার জন্য বেশ খুশিও হয়েছেন। তাদের প্রতি কটাক্ষ করে ঝিলমের বাবা বলেছেন, ‘আপনি দুঃখ পেয়েছেন দেখে ভালো লাগল, অনেকে আনন্দ করছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই।



কথাকলি দে যষ্ট শ্রেণির ছাত্রী। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আয়োজিত রবীন্দ্রনৃত্য প্রতিযোগিতায় জেলা স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

9

১৪ অক্টোবর ২০২৬

৯

আইলো উমা বাড়িতে...



বনেনি বাড়ির দালানে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির বাবুপাড়ায় অনীক চৌধুরীর তোলা ছবি।

শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত পড়ুয়ারা

প্রধান শিক্ষকের পাশে সহকর্মীরা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : মাড়োয়ারি বালক হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও তাঁর পাশে দাঁড়ালেন জলপাইগুড়ি সদর ইস্ট সার্কেলের হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মঙ্গলবার স্কুল ছুটির পর তাঁরা ইস্ট সার্কেলের অবব বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)-এর কাছে স্মারকলিপি দেন।

ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি, প্রধান শিক্ষক নির্যাস। অভিযোগকারী শিক্ষিকা সরিতা চৌধুরী এর আগের স্কুলেও নানা অভিযোগ তুলে সহকর্মীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন।

মাড়োয়ারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রিতা রামের কথায়, 'সরিতা চৌধুরী যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। এর আগে উনি যে সব স্কুলে ছিলেন, সেখানেও সহকর্মীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছিলেন। এখানে গুঁর পানিশমেন্ট ট্রান্সফার হয়েছে। এভাবে আমাদের হিন্দি মাধ্যমের স্কুলগুলির যেমন বদনাম হচ্ছে, তেমনই শিক্ষক সমাজও কালিমালিও হচ্ছে। আমরা চাইছি ওঁকে এমন কোথাও বদলি করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর আগে ভাবেন।'

বেলুড়ের রীতিতে পূজো, নিষ্ঠাই আকর্ষণ

রামকৃষ্ণ আশ্রমে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি শহরে দুর্গাপূজার মানচিত্রে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দুর্গাপূজাকে আর পাঁচটা পূজার মতো করে দেখতে চাইলে ভুল হবে। থিমের জাকজমক নেই, আধুনিক আলোকসজ্জার চাকচিক্য চোখে পড়বে না। বদলে বড় হলধরে একচালার প্রতিমার সামনে বসে থাকেন কয়েকজন সন্ন্যাসী। তাঁদের থিরে আরও কয়েকজন। যজ্ঞের বেদির সামনে গভীর নিষ্ঠায় বৈদিক সন্ন্যাসকরণ করেন তাঁরা। ঢাকের ছন্দ আর মন্ত্রপাঠে সুন্দর মুহূর্তটাকে অনুভব করতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাও আশ্রমে।

আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রসন্নানন্দের কথায়, 'রামকৃষ্ণ শিব ও নিশনের মূল আদর্শ ও বেলেড় মঠের রীতি মেনে আমাদের আশ্রমে দুর্গাপূজার মূল ভিত্তি নিষ্ঠা। ১৯৬১ সাল থেকে সেই রীতির অন্যথা হয়নি। সেজন্য মিশনের পূজায় আলাদা টান উপলব্ধি করে মানুষ।' আশ্রমের পূজার মূল আকর্ষণ অষ্টমীর কুমারীপূজা। ১৯ তারিখ, সোমবার সকাল ৮টায় কুমারীপূজা শুরু হবে। সেদিনই সকাল ১০টা ২৮ মিনিটে সন্ধিপূজার সময়।

মঙ্গলবার মহানবমীতে দুপুর সাড়ে ১২টায় ভোগ আরতি। তারপর রীতি মেনে যজ্ঞ। দশমীতে নিয়ম মেনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও মা সারদার আরতি। তারপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর আশ্রমের পুকুরে প্রতিমা নিরঞ্জন। শেষে শান্তি জল ছিটিয়ে শেষ হবে দুগোৎসবের অনুষ্ঠানিকতা। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দুপুর ১২টা থেকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে।



মাড়োয়ারি বালক হিন্দি প্রাথমিক স্কুল থেকে বেরোচ্ছেন ডিআই।

এদিন মাড়োয়ারি বালক হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) নীলয়কান্তি ঘোষ সহ অন্য আধিকারিকরা। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলেন এবং ক্লাসরুমগুলি ঘুরে দেখেন। তবে এদিন স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল শূন্য। পরিদর্শন নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। তবে স্কুল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রধান শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি সহ আধিকারিকরা।

পরিদর্শন প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভাত মণ্ডল বলেন, 'সরারার বেশ কিছু কথা জিজ্ঞেস করলেন। কী অসুবিধা হয়েছে তাও জিজ্ঞেস করলেন। সরারার বললেন স্কুলে পড়ানোটা প্রথম কাজ। আমিও সমর্থন করি। তাঁরা স্কুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলেন। রাধুনিদের চেক দিতেও বললেন।' পড়ুয়াদের অনুপস্থিতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'সোমবারের অগ্রীতরিকর ঘটনার জন্যই হয়তো ছাত্ররা আসেনি।'

অন্যদিকে সহকারী শিক্ষিকা সরিতার বক্তব্য, 'ডিআই স্যার সমস্যার কথা জানাতে চেয়েছিলেন, আমি সব জানিয়েছি। সেই করার দায়িত্ব পাওয়ার পর রাধুনিদের চেক সেই করে দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রধান শিক্ষক এতদিন তাঁদের সেই চেক নেননি।'

সুত্রের খবর, এদিনের পরিদর্শনে স্কুলে বেশ কিছু গাফিলতি ধরা পড়েছে। পূজার ছুটির পর পুরো বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে এবং তদন্ত রিপোর্ট উপর্য উপর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।



মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আরেক মা। জলপাইগুড়ির বামনপাড়ায় শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

শতক পেরোলেও বদলায়নি কাঠামো



সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : দেখতে দেখতে ১০৬তম বর্ষে পা দিল মালবাজার শহরের অন্যতম প্রাচীন দয়াময়ী কালীবাড়ি পূজো কমিটির দুর্গাপূজা। এখানকার পূজার মূল আকর্ষণই হল প্রতিমা তৈরির বিশেষ রীতি। প্রতিবছর

নতুন করে প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয় না এখানে। বছরের পর বছর ধরে আগলে রাখা পুরোনো ও স্থায়ী কাঠের কাঠামোর ওপরেই মাটির প্রলেপ দিয়ে গড়ে তোলা হয় প্রতিমা। বিসর্জনের পর ঘাট থেকে মূল কাঠামোটিকে খুলে ফের মন্দিরের দালানে রেখে দেওয়ার রীতি পালন করে আসছেন উদ্যোক্তারা। থিমের জাকজমক বা আধুনিকতার ইদুর দৌড় নয়, এমনই এক আদি ও অকৃত্রিম ঐতিহ্যের টানে এই পূজোয় আজও ভিড় জমান নবীন থেকে প্রবীণ।

পূজো কমিটির সম্পাদক যাদব বর্মান বলেন, 'চিরাচরিত রীতি-রেওয়াজের মধ্যে থেকেই পূজোর যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এবারও সেই ট্র্যাডিশন পালন করা হচ্ছে।'



মাল দয়াময়ী কালীবাড়ি।

রথযাত্রার পুণ্যালয়ে প্রতিমা শিল্পীর তুলি ও মাটির মেলবন্ধনে শুরু হয় দেবীর রূপটান। লোকমুখে কথিত আছে, শহরের বাটাইগোলা বাজার শুল্ক এলাকায় প্রথম এই পূজো শুরু হয়েছিল স্বর্গীয় বুরুষ ঘোষের হাত ধরে। পরে দয়াময়ী কালীবাড়িতে স্থায়ী পাকা মন্দির

স্থাপিত হলে, সেই মন্দিরের দালানে পাকাপাকিভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয়।

স্বর্গীয় হরিহর ঘটকের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পূজো। বর্তমানে ঘটক পরিবারের সন্তান গৌরাঙ্গ ঘটক পূজার মূল দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

গৌরাঙ্গর কথায়, 'ঠাকুরদার আমল থেকে পূজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ঘটক পরিবার। এখনও সেই ধারা অটুট রয়েছে। বাবা-কাকার হাত ধরে পূজার দায়িত্বে এসেছি। চিরাচরিত রীতি মেনে পূজার যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে।'

এই ঐতিহ্যবাহী পূজাকে কেন্দ্র করে শহরের মানুষের আগে যেন মিলেমিশে একাকার। ঢাকের

আওয়াজ, শিউলি ফুলের গন্ধ ও ধূনার খোঁয়ায় চারপাশ ভরে উঠলে ইতিহাস ও বর্তমান যেন হাত ধরাধরি করে হাটে। নবীন প্রজন্মের কাছে শহরের এই পূজো অনেক টাইম মেশিনের মতো, যা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় বাংলার সাবেকিয়ানার সোনালি দিনগুলোতে। বিশেষ করে অষ্টমী তিথিতে সাবেক রীতি মেনে পূজো ও অঞ্জলি দিতে বিভিন্ন বয়সীরা ভিড় জমান মন্দির প্রাঙ্গণে।

শহরের বাসিন্দা অপর্ণা দাসের বক্তব্য, 'দয়াময়ী কালীবাড়ির ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা আমাদের ফিরিয়ে দেয় ঐতিহ্যের সোনালি অতীতে। অষ্টমীর সকালে পূজার ডালা হাতে পরিবার নিয়ে এই পূজোয় অংশগ্রহণ করে থাকি।'

জরাজীর্ণ শীর্ষেন্দুর আবাসন

মালবাজারে সংস্কার ও সংরক্ষণের দাবি বিভিন্ন মহলের

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় মাঠে ভেঙে পড়েছিল জাপানি বোমারু বিমান। বিমানের ধ্বংসস্থলের নীচে ক্রিকেট বল খুঁজে গিয়ে তিনটি চিত্রাব্যয়ের শাবক দেখেছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র রুন্। রোমাঞ্চকর ঘটনাটি কোনও দিনই ভুলতে না পারায় নিজের স্মৃতিকথায় বারবার তা তুলে ধরেছেন তিনি। সেদিনের রুন্ই বাঙালি পাঠকের সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

সময়টা শৈশবকাল হওয়ায় মালবাজারের রেল আবাসনে বসে কোনও লেখা লেখনি বা লেখা সম্ভব ছিল না শীর্ষেন্দু বা রুন্। কিন্তু প্রখ্যাত সাহিত্যিকের এখানকার নানা স্মৃতি ধরা পড়েছে তাঁর একাধিক লেখায়। কিন্তু উদ্যোগের অভাবে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত মালবাজার শহরের ঐতিহ্যবাহী রেল আবাসনটি ধ্বংসের মুখে— যা নিয়ে মাল সহ ডুয়ার্সে আক্ষেপ কম নেই। রেল আবাসনটি রক্ষণাবেক্ষণ করে হেরিটেজ ঘোষণার দাবি তাই জোরালো হচ্ছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে গোট্টা বিশ্ব যখন



পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত রেল আবাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কবলে, সেই সময় বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়েজের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন মাল জংশনে স্টেশন মাস্টারের দায়িত্বে ছিলেন শীর্ষেন্দুর বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রেল কলোনির সেই দিনগুলি প্রভাব ফেলেছিল শীর্ষেন্দুর জীবনে। যে কারণে তাঁর বহু কালজয়ী গল্প, বিশেষ করে ছোটদের অলৌকিক ও ভূতের গল্পগুলোর পটভূমি তৈরি হয়েছে এই অঞ্চল থিরে।

১৯৬৮ সালের তিস্তার বিধ্বংসী বন্যায় দোমোহানীতে থাকা লেখকের শৈশবজীবনের অন্যতম স্মৃতিবিজড়িত রেল আবাসনটি

সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মালবাজার শহরে অবশিষ্ট থাকা এই একমাত্র আবাসনটির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য সাহিত্যপ্রেমী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অপরিণীম। পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা মালবাজারের আবাসনের চারপাশ ছেয়েছে ঘন জঙ্গল। দেয়াল ও ছাদ ভেঙে পড়েছে। মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ স্বপনকুমার তৌমিক মনে করেন, 'রেল আবাসনটি শুধুমাত্র একটি বাড়ি নয়, এটি আমাদের সকলের আগের। অবিলম্বে আবাসনটিকে



■ ১৯৬৮ সালের তিস্তার বন্যায় লেখকের শৈশবজীবনের স্মৃতিবিজড়িত রেল আবাসনটি নষ্ট হয়ে যায়

■ আবাসনের চারপাশ ছেয়েছে ঘন জঙ্গল, ভেঙে পড়েছে দেয়াল ও ছাদ

■ মালবাজারে অবশিষ্ট থাকা এই একমাত্র আবাসনটির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য সাহিত্যপ্রেমী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অপরিণীম

সংরক্ষণ করার উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রয়োজনে রেলের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রহশালা ও সাহিত্য পাঠাগার গড়ে তোলার পদক্ষেপ করা উচিত



ময়নাগুড়ির ওয়েস্ট আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাবের আলোয় সেজেছে রাজপথ। ছবি : বাণীব্রত চক্রবর্তী।

কল আছে, জল নেই পেটকাটিতে

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : বাড়ির সামনে জলের কল। অথচ ছ'মাস ধরে জল পড়ে না। পানীয় জলের জন্য তাই দু'কিলোমিটার দূরে ছুটতে হয় মিঠু সরকারকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসদের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে রোজ জল কিনে খাওয়াও সম্ভব নয়। মিঠুর কথায়, 'বাধা হয়ে দু'দু'র গিয়ে জল বয়ে আনতে হয়।' শুধু মিঠু নন, একই সমস্যায় জেরবার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটির বাসিন্দারা।

ওয়ার্ডের উপর ও নীচ পেটকাটি— দুই অংশেই ছবিটা এক। বাড়ির সামনে স্ট্যান্ডপোস্ট থাকলেও জল মেলে না। কারও ভরসা প্রতিবেশীর বাড়ি, কেউ আবার জল আনতে ছুটছেন ময়নাগুড়ি বাজারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসে। নীচ পেটকাটির বাসিন্দা নরেন দাসের কথায়, 'অনেকের বাড়িতে কুয়োও নেই। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে জল এনে খেতে হচ্ছে, বাড়ির কাজও চালাতে হচ্ছে।' পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

স্থানীয়দের দাবি, পেটকাটি শহরের উঁচু এলাকাগুলির অন্যতম হওয়ায় আগে থেকেই জল সরবরাহে সমস্যা ছিল। ১৯৭৬ সালের একটি জলাধার থেকে গোট্টা শহরে জল সরবরাহ হওয়ায় এই এলাকা বরাবরই বর্ষিত। আগে কোথাও কোথাও অল্প জল মিললেও ছ'মাস ধরে তাও বন্ধ। উপর পেটকাটির বাসিন্দা রঞ্জিত সরকারের অভিযোগ, ছ'মাস আগে কোথাও কোথাও অল্প জল মিলত। এখন একেবারেই বন্ধ। সমস্যা আরও বেড়েছে পুরসভার তত্ত্বাবধানে আবৃত ২.০ প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের কাজ শুরুর পর থেকে। বিভিন্ন জায়গায় নতুন পাইপলাইন বসানোর পর পুরোনো কলগুলিতে আর জল মিলছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, পেটকাটিতে জলের সমস্যা রয়েছে। সেখানে বড় জলাধার তৈরির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। শীঘ্রই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে।

২০২১ সালে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসে দ্বিতীয় জলাধার তৈরি হলেও পেটকাটিতে পযাপ্য জল পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। কেন পুরোনো কলগুলিতে জল আসছে না, তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি চঞ্চল সরকার। সিপিএমের মধ্য-পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক অর্পণ রায়ের অভিযোগ, পুর কর দিয়েও নাগরিকরা পরিশ্রমে পাচ্ছেন না। বিষয়টি খুবই লজ্জার।





ভয়ংকর চিরস্থায়ী বজ্রপাত



ভৈরবজুয়েলার ক্যাটাটুহারা নদীর মোহনায় এক অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। সেখানে বছরের প্রায় তিনগোলাদিন রাতের আকাশে একটানা বজ্রপাত হতে থাকে। মিনিটে প্রায় আঠাশবার বজ্রপাত পড়ে ওই এলাকায়। চারপাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস এবং হৃদের গরম আর্দ্র বাতাসের সংঘর্ষে মেঘের ভেতর এই বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি হয়। এই ভয়ংকর অথচ সুন্দর বজ্রপাত অনেক দূর থেকে দেখা যায় বলে নাবিকরা একে প্রাকৃতিক বাতিঘর হিসেবে ব্যবহার করেন।



মরুভূমির চলন্ত পাথর

আমেরিকার ডেথ ভ্যালি বা মৃত্যু উপত্যকায় রেসট্রাক্স প্রায়া নামের এক শুকনো হ্রদের বুকে ভারী ভারী পাথরগুলো আপনা থেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। কেউ তাদের ধাক্কা দেয় না, অথচ পাথরের পেছনে মাটিতে চাকার মতো ঘষে যাওয়ার দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। বহু বছর রহস্য থাকার পর বিজ্ঞানীরা ক্যামেরায় ধরেন যে, শীতের রাতে সামান্য জল জমে বরফের পালা চাদর তৈরি হয় এবং ভোরের প্রবল বাতাসে সেই বরফের ওপর দিয়েই পাথরগুলো পিছলে অনেকটা পথ এগিয়ে যায়।



ডেরা বদলে

প্রথম পাতার পর

অসমের প্রশান্ত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন বলেই খবর। সুপ্রিম কোর্টে সুবিধা হবে না বুঝতে পেলে অসমে থাকতেই নেপাল পালানোর ছক করেছিলেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও। সেইমতো রবিবার রাতেরই শিলিগুড়িতে পৌঁছান তিনি। তবে শিবমন্দিরের দুই বাড়ির কোনওটিতেই রাতে ছিলেন না। সেবক রোডে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক সরকারি আধিকারিকের ফ্ল্যাটে প্রশান্ত রাত কাটাতে পারেন। ওই আধিকারিকের ফ্ল্যাটে আগেও প্রশান্তর যাতায়াত ছিল। প্রশান্তর শিবমন্দিরের বাড়িতেও নিয়মিত আড্ডা দিভেন সফলিষ্ঠ আধিকারিক।

মোবাবর শহরের স্টেশন ফিডার রোডের কোনও এক বাবসারীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরয়ে। সেই বাবসারীর সঙ্গে প্রশান্তর সম্পর্ক নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, ওই বাবসারী ওয়াওয়ালার মাধ্যমে প্রশান্তর টাকা কেন্দ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। কিছুদিন আগেও স্টেশন ফিডার রোডে প্রশান্তকে দেখা গিয়েছিল। ফলে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। ওই বাবসারীর ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে প্রশান্ত মাঝেমধ্যেই যাতায়াত করছেন

কাটল বোনাসজট

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : কেন্দ্র সরকারের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ অ্যান্ড্রিউ উইলের চার বাগানে মিটল বোনাস সমস্যা। সেখানে দুর্কিভিত্তি বোনাস দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে প্রথম কিস্তির ১৩ শতাংশ টাকা বানারহাট, কারবালা, নিউ ডুয়ার্স ও চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া শুরু হয়েছে। বাকি ৭ শতাংশ দেওয়া হবে দোলের আগে অনাদ্যদিকে, বোনাস সমস্যা মিটেছে মোগলকাটা চা বাগানেও। সেখানেও কিস্তিতে বোনাস দেওয়া হচ্ছে। এ দিন প্রথম কিস্তির ১৫ শতাংশ দেওয়া হয়েছে, বাকি ৫ শতাংশ দেওয়া হবে বড়দিনের আগে।

পর্যদে রাকেশ

মালবাজার, ১৩ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নগরটিতে অ্যাড হক কমিটিতে সদস্য হিসেবে মনোনীত হলেন জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার শহরের বাসিন্দা রাকেশ নন্দী। তিনি মালবাজার রক্বের তেঁশিমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সরদিপাড়া এনএ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর মঙ্গলবার নতুন কমিটি গঠনের কথা জানায়। রাকেশ বলেন, ‘বিগত সরকারের সময় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান নিম্নগামী। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে যাবতীয় কাজ করছি।’

মণ্ডপে টুঁ

প্রথম পাতার পর

ধুপগুড়িতে দক্ষিণায়ন ক্লাবের পূজোমণ্ডপের উদ্বোধন হবে হয়েছে। দেখতে ভিড় বাড়ছে। ময়নাগুড়ির বড় বাজের্টের ওয়েস্ট আনন্দনগর ইউথ ক্লাব, বিবেকানন্দ ক্লাব, দেবীনগর সানারাইজ ক্লাব, বাজারের জাগৃতি মোড়ের জাগৃতি সংঘ এবং হাসপাতালপাড়ার সুপার স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপেও দর্শনাধীদের দারুণ ভিড়। জলপাইগুড়ি ও ধুপগুড়ির বিভিন্ন কুমারতুলিতে অবশ্য এখনও কিছু কিছু প্রতিমায় শেষযুহর্তের কাজ চলছে। মালবাজারের মুৎশিলা লক্ষ্মণ পাল ও অরুণ পালার জানিয়ে দিলেন, তাঁদের এখন চূড়ান্ত পরীক্ষা।

এদিকে জলপাইগুড়ির ডিভিসি রোড, মার্চেন্ট রোড ও দিনবাজারে এবং ধুপগুড়ির কাপড়পাতি ও চুরিপাতিতে কেনাকাটার ধুম। মালবাজার বাজারেও ক্রেতাদের ভিড়। জামাকাপড় ও জুতোর দোকানের পাশাপাশি প্রসাদধীর দোকানের মহিলাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। কেনাকাটার ফাঁকে তৃতীয়ার সন্ধ্যায় অসম্পূর্ণ মণ্ডপেও ঘুরে দেখলেন অনেক। ময়নাগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিউলি দাস বলেন, ‘সন্ধ্যার পর ফেলেমেয়েদের নিয়ে মণ্ডপে বেরিয়েছি। বেশ ভালো লাগছে।’ শহরজুড়ে উৎসবের আমেজ।

মাল শহরে পূজোর বাজার করতে বেরিয়ে অনেককেই নামী ক্লাবগুলির মণ্ডপে টুঁ মারতে দেখা গেল। মীরা বণিক বলেন, ‘ছেলেদের নিয়ে পূজোর বাজার করতে স্টেশন পরিমাণ অর্থ জমা থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন পুলিশের আধিকারিকদের একাংশ। দ্বিতীয়বার সূত্রিম কোর্টের নির্দেশে অমান্য করলেও প্রশান্তর নামে এখন পর্যন্ত লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়নি। ফলে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পুলিশ আদৌ প্রশান্তকে ধরতে চায় কি না তা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশান্তর বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত শাগরুদেরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অবসরপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের কথা, ‘গোয়েন্দারা চাইলেই প্রশান্তর শাগরুদেদের জেরা করে, প্রয়োজনে হেপাজতে নিয়ে, তাদের মোবাইল ফোন বর্টেস সহজেই প্রাপ্ত পর্বত পৌঁছাতে পারে। সেটা কেন করছে না তা বুঝতে পারছি না।’ সুত্রের খবর, ইদানীং গাড়িতেই যাতায়াত করছেন পলাতক প্রশান্ত। ডেরার মতো ঘনঘন গাড়িও বলাচ্ছেন তিনি। নামে, বেনামে কেনা চারটি গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছেন। তবে প্রশান্তকে ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের যে কোনও সদিচ্ছা নেই সে বিষয়ে সবেচি আললতের সঙ্গে একমত একাধিক প্রাক্তন পুলিশকর্তা।

তথ্য সংকলন :

বাণীজ্ঞ চক্রবর্তী, শুভাশিস বসাক, অনীক চৌধুরী ও সোমনাথ দত্ত



সন্দীপ দেবনাথ
সিয়াটেল, আমেরিকা

দুই পুরোহিত গভীর আলোচনায় মগ্ন। একজনের কাছে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, আর একজন ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়া খুলে বসেছেন। আমরা পূজোর সময়সূচী তৈরি করছি। আচ্ছা, পূজোর শুরুতাকে কী বলব? বরণ না বোধন? এক পুরোহিত বলছেন, ‘শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দুর্গা মাকে আবাহন করেছিলেন শরৎকালে। সেটা ছিল অকালবোধন। তাই ওটা হবে বোধন।’ আরেক পুরোহিত বলছেন, ‘না, মা আসছেন বাপের বাড়িতে। আমরা মাকে বরণ করে নিছি। তাই এটা হবে বরণ।’

আর আমরা যারা উৎসবে আছি, পূজোর আমেজে আছি— তারা এসব শুনি না। আমরা শুনছি দু’রে কোথাও ঢাকের আওয়াজ। আমরা দেখছি সিয়াটেলের আকাশে শরতের মেঘ, সকালের ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু আর প্যাস্পাশ ঘাসের ফুলে মৃদুমন্দ হাওয়া— আমাদের প্রবাসের কাকশুল।

পূজো এসে গিয়েছে দোরগোছায়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, আমরা জানি আমাদের উৎসব দিন-ক্ষণ-তিথি-বার দেখে করা মুশকিল। তাই আমাদের উৎসব হয় সপ্তাহান্তে। সেক্টেম্বর-অক্টোবরের শনি-রবিবার বরাদ্দ করে শারদীয়া পূজোর জন্য। এবারের সিয়াটেল পূজো হচ্ছে অক্টোবরের দুঃসপ্তাহজুড়ে। মহালয়ার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আয়োজন। নয় নয় করে সিয়াটেলের সর্বজনীন দুর্গাপূজোর সংখ্যা এখন প্রায় দশটি। সঙ্গে আরও কিছু পারিবারিক পূজোও আছে।

মোট কথা, সিয়াটেলবাসী বাঙালিদের জন্য এখন বেশ খুশির খবর। এখানেও এখন প্যান্ডেল হপিং করে পূজো দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সবথেকে পুরানো বাঙালি সংগঠন

‘উত্তরণ’-এর পূজো দিয়ে এবারের সিয়াটেলের পূজো শুরু। এই পূজো সবথেকে বড়ও বটে। শুক্র থেকে রবি— তিনদিন মিলে প্রায় তিন হাজার বাঙালির সমাগম হয় এখানে। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে বাঙালির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আর বাঙালি মানেই রবি ঠাকুর, দুর্গাপূজো, সত্যজিৎ, বাজার আর নলেন গুপ্তের মিস্তি। উত্তরণের এবারের মুখ্য আয়োজক রাজদীপ দে জানালেন, এবারের দুর্গাপূজোর থিম ‘পটচিহ্নব্ধন’। বিভিন্ন পটচিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে দুর্গাপূজোর প্যান্ডেল। প্রান্তিক ও গ্রামবাংলার এই বহুচর্চিত লোকশিল্পকলাকে সকলের মাঝে তুলে ধরাই উত্তরণের উদ্দেশ্য; এই শিল্প যাতে হারিয়ে না যায় তারই এক আন্তরিক প্রয়াস। থাকছে গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের ছবি, ফুল, পাখি ইত্যাদি। প্রায় মাসখানেক ধরে বহু রাত জেগে তৈরি হচ্ছে এই ডেকোরেশনের কাজ। শিল্পীর তুলির ঢানে প্রাণ পাচ্ছে উৎসবের অবয়ব।

অপরদিকে, ‘ভিনদেশি’র পূজোর এবারের দশ বছর হতে চলল। এই পূজো পরের সপ্তাহান্তে। এখানকার বাঙালিদের জন্য দুটো পূজো দেখারই এক সুবর্ণ সুযোগ। দশ বছর উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন চমক। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচাদের নিয়ে আর প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন দুর্গা প্রতিমা আসছে কুমোরটুলি থেকে।

খবরাখবর

বুকিংয়ের হিড়িক

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : জঙ্গল সাফারির অনলাইন বুকিংয়ের চাহিদা যে কেনম কেনম হতে তা মঙ্গলবার স্পষ্ট হল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির ওয়েবসাইটে। সাফারির টিকিট বুকিংয়ের জন্য এই ওয়েবসাইটই ব্যবহার করা হয়। এদিন বন দপ্তরের ডরফে সাইটটির কার্যকারিতা যাচাই করতে ট্রায়াল চালানো হচ্ছিল। সাইট কয়েক ঘণ্টা সচল থাকতেই বুকিংয়ের হিড়িক পড়ে যায়। পর্যটকদের পাশাপাশি টুর অপারেটররাও সুযোগ বুঝে প্রচুর টিকিট বুক করেন। আর সাফারির সঙ্গে হাতি সফারির বুকিংও চালানো হয়। প্রায় দু’সপ্তাহের বুকিং অনেকটাই এগিয়ে যায়। কয়েকদিনের স্লট পূর্ণ হয়ে যায় ট্রায়াল চলাকালীন। বন দপ্তর জানিয়েছে, দ্রুত অনলাইন বুকিং পুরোদমে শুরু হবে। এদিনের ট্রায়াল সফল হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

রাজ্যের এক বনকর্তা বলেন, ‘অনলাইন বুকিং গুপ্তর প্রক্রিয়া চলছিল। সেটা এদিন ট্রায়াল করা হয়। ট্রায়াল ঠিকমতো হয়েছে। দ্রুত সাফারির অনলাইন বুকিং শুরু হবে।’

সাফল্য রেলের

জলপাইগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : অত্যাশংকায় পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। সদ্যসমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসেই ১ হাজার ৯৪টি পণ্যবাহী রেক খালি করেছে রেলের এই জোন। এই রেকগুলির মাধ্যমে মূলত খণ, চিনি, কল্যা এবং লন্ঘনের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবহণ করা হয়েছে।

সই বিতর্কে

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে জলপাইগুড়ি পুরসভায় বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নিবাচনে আশার আলো দেখেছিলেন মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলারা। চলতি মাসের ৮ তারিখ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেন্শের ডিভিশন বেন্ধ নির্দেশ দিয়েছিল, সাতদিনের মধ্যে মিটিং ডেকে বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নিবাচন করতে হবে কাউন্সিলারদের। সেইমতো ১৪ তারিখ বেলা ১২টায় বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নিবাচনের দিন ধার্য করে গত শুক্রবার মিটিংয়ের নোটিশ দেওয়া হয়। নিয়মমতো মিটিং ডাকেন তিনজন কাউন্সিলার। এই তিনজন কাউন্সিলারের মধ্যে ছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তম বসু এবং ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পিংকু বিশ্বাস। বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নিবাচন নিয়ে ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সেেরে ফেলেছিলেন কাউন্সিলাররা। মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলাররা দাবি করেছিলেন, বোর্ড গঠনের জন্য তাঁদের কাছে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বোর্ড গঠনের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে পিংকুর সিদ্ধান্ত ক্রান্ত পর্যাে প্রক্রিয়াটাকেই স্বেস্তে দিল। যেহেতু পুর আইনে রয়েছে, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকার পর তিনজন কাউন্সিলারকেই পুনরায় বোর্ড গঠন এবং চেয়ারম্যান নিবাচনের মিটিং ডাকতে হবে, সেক্ষেত্রে তিনজনের মধ্য থেকে একজন যদি সরে যান, তা হলে মিটিংয়ের আইনি বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম বসু বলেন, ‘আমরা বিষয়টি নিয়ে নিজদের মধ্যে আলোচনার পাশাপাশি পুর আইন নিয়ে আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলব।’ মঙ্গলবার বিজেপির জেলা পাটি অফিসে পিক্তর প্রশাসনের লেখা চিঠির কপি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা বিজেপির সহসভাপতি বুবাই হক। তিনি বলেন, ‘২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিংকু বিশ্বাস আমাদের জানিয়েছেন, যে তিনি শহরের উন্নয়নের পক্ষে, যে কারামে তিনি আর এই বোর্ডের মধ্যে থাকবেন না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি লিখিতভাবে জেলা প্রশাসন এবং পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। মিটিং ডাকার পক্ষে থাকা তিনজন কাউন্সিলারের মধ্যে পিংকু বিশ্বাস একজন। সেক্ষেে তিনি সরে গেলে যদি মিটিং হয়, তা হলে তার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।’

মেডিকলে সুপার পদে নিয়োগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাজ্যের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার (এমএসপিপি) পদের জন্য আবেদনপত্র চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এ বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পোটালে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ২৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং কলকাতার সাতটি মেডিকেল কলেজের ডিরেক্টর এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের কথায়, ‘রাজ্যের বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই উপযুক্ত সুপার নেই, যা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নিয়মবহির্ভূত। সে জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক চিকিৎসককে সুপার পদের জন্য নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রক্তি বছরের মধ্যেই এই নিয়োগ লক্ষ্যটি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।’

এনএমসির নিয়ম অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদের জন্য ১০ বছরের অধ্যাপনা এবং নূনতম পাঁচ বছর প্রফেসর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিন্তু রাজ্যের পিংহভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের সেই অভিজ্ঞতা নেই। কোথাও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, চিকিৎসক মহলের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে ‘উত্তরবঙ্গ লবি’ নিজের কাছেই লোকজনকে বিভিন্ন পদ পাইয়ে দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার বদলের পরে সমস্ত কিছু এনএমসির নিয়ম মেনে করতে চাইছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেলের সুপার পদে থাকা চিকিৎসকরাও আবেদন করতে পারবেন।

সত্য একটি অনুষ্ঠান রাজ্য পুলিশের দক্ষতার ভূঙ্গী প্রদশ্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই শীর্ষ আদালতের ভঙ্গনায় পুলিশের সমান ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। কেন এতদিন আদালতের দায়িত্ব সন্ত্বেও প্রাক্তন বিজ্ঞপ্তিকে ধরা যাবেন যা তিনি কেন বলে তো? আশা রাখতে পারছি না।’ বিধানসভারের দরবারে সর্গ বাবাসী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন।

গত বছর জুলাইয়ে সিআইডি ওই খুনের তদন্তভার নিলেও ডিউ এখনও অধরা। গত ২৫ মে নিউটাউনের ইকো পার্ক এলাকায় পেপেরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও খুনের মামলার নথি ঠিক সময় আদালতে না পৌঁছানোয় সহজেই জামিন পেয়ে যান প্রশান্ত।



শেষ যুহর্তের প্রস্তুতি। জলপাইগুড়িতে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পূজো তো ওদেরও!

প্রথম পাতার পর

এখন দুর্গাপূজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আমাদের সমান অশ্বীাদার হাচ্ছে পোষায়।

শিলিগুড়ির শ্রাবস্তী রায় তার পোষ্য ‘রোমে’ (ল্যাববান্ডর) সম্পর্কে বলেন, ‘ওকে নিজের ছেলে হিসেবেই দেখি। রোমার জন্য দুটো বিশেষ ড্রেস অর্ডার দেওয়া হয়েছে।’ এমনকি অষ্টমীর দিনের জন্য পরিবারের সবার সঙ্গে মিলিয়ে রোমারও সানা রঙের পোশাকের সপ্তর থিমও ঠিক করেছেন তিনি। সন্ধ্যা দাস তাঁর গোয়েন্দা রিট্রিভার ‘ক্যাভি’ সম্পর্কে বলেন, ‘আমার নিজের একটা মেয়ে আছে বটে, তবে ক্যাভিই প্রথম সন্তান।’

ক্যাভির জন্য টি-শার্ট কিনেছেন। তব্বীর কথায়, ‘বাড়ির পাশে পূজো হয়। ওকে স্নান-টান

করিয়ে, নতুন জামা পরিয়ে সেখানে নিয়ে যাই।’ লনজয় করে। পূজোর সময় ও লক্ষ্য করে কাের হাতে গাড়ির চাবি আছে। কারণ, বাইরে ঘুরতে যেতে হবে যে। না নিয়ে যাওয়া হলে মন ঝাপক করে বসে থাকে।’ ওপল নেল কাটার, ট্রিমার ও চিরুনি কিনে রেখেছেন তব্বী। উৎসবের দিনগুলিতে ইউটিউব দেখে ক্যাভির ধ্রমিং ও নেল কাটিং সেরে নেবেন।

শিলিগুড়ির আরেক বাসিন্দা শালিনী মুখোপাধ্যায়ের বভুবা, ‘বোবো (গোস্বেন রিট্রিভার) পোশাক পরতে চায় না, যাই পরাই না কেন, টেনে খুলে ফেলবেই। বড়জেরা যে টাই পরাতে পারেন। পূজায় সেটাই পরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রিমিংও করা বৈবেছি।’ এত গেল ক্যাভি, রোমে, বোবোদের পূজো-ফ্যাশনের প্রসঙ্গ। শিলিগুড়ির

পথে কালু-ভুলুদেরও দেখা যায়। যাদের আলাদা যত্নআশি বা পোশাকের গল্প নেই। তবে অনেকে ভালোবেসে তাদের খেতে দেন। কেউ কেউ আবার নিয়য় হন বৈকি। দেখলে তাড়িয়ে দেন, লাঠি দিয়ে মারেন, এমনকি গাড়ির চাকায় পিষেও দেন। দেশীয় প্রজাতির এরকম কুকুরদের দেখতাল্য করেন শিলিগুড়ির মধুশ্রী চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ‘পূজোয় তেমন কোনও গ্ল্যান নেই। তবে উৎসবের আগে ওদের স্নান করাব, একটুখানি ধ্রমও করাব। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ওদের খেয়াল রাখার চেষ্টা করি সবসময়। জানেন তো, ওই মায়াদরা চোখগুলি একটু মেহ চায়।’

উৎসব সকলের। রোমে-ক্যাভিরের মতো কালু-ভুলুদের পূজো ভালো কাটুক- এটুকু প্রার্থনা তো করা যেতেই পারে।

দ্বৈয়ার হাউসে দেখা করেন গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। মাস্কের বাচ্চাদের জন্য তিনি তিনটি বইও নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আরকে নারায়ণ আর বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্র।

দুই, আদানি-আশানির এখন ভালেই লেগেছে। আশানিরা এখন করছেন, মোদি অ্যান্ড কোম্পানি আদানিকে বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে অনেক। নয়াদিল্লির রাজপথে বিক্ষোভ সংক্রান্ত খবরে হঠাৎ আশানির চ্যানেল, সাইটগুলো নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। আদানির সংবাদমাধ্যমের মতো আর নিলম্ভভাবে সরকারের পাশে দাঁড়ায়নি। এই অবস্থানগত ফারাক রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনটা অন্য জায়গায়। এতদিন বিরোধীরা অভিযোগ করতেন, সরকার উত্তর দিত। এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে বিদেশি যত্নযুক্ত খোঁজার পুরানো কৌশল। দুইটা ঘটনা এখন বলা দরকার। এক, আমেরিকায় গিয়ে মোদি মাস্কের সঙ্গে ওয়াশিংটনে

বিরোধী অনৈক্য, উৎসবের মরশুমের অপেক্ষা পদে

প্রথম পাতার পর

‘গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়’, তখনও হয়তো এতটা সাড়া ফেলতে পারেননি তিনি। ইতিহাস বলে, পরবর্তীতে ভিপি নিজে সোনিবার কাছে গিয়ে বলে এসেছিলেন, ভুল বলেছিলাম। তবে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে সেই রকম বলার কোনও কারণ দেখাছেন না প্রতিবাদীরা। ভবিষ্যতে তাঁর ভাবমূর্তি পালটানোর সম্ভাবনা নেই কোনও।

বিমানেও মধ্য পুলিশ চুকিয়ে প্রতিবাদ হওয়ার আগেই প্রতিবাদীদের প্রেপ্তার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গণরক্তের পক্ষে এমন লজ্জার ছবি জরুরি অবস্থায়ও দেখেনি। ওই সময় প্লেনের ভিতর চলে গিয়েছিল সরকারি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সংবাদ সংস্থা এনএনআইয়ের ক্যামেরাও। কী অবিশ্বাস্য! কী লজ্জার! নেতাদের পাশাপাশি রাজ্য থেকে সাংবাদিকদের পর্যন্ত প্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে। আপাদমূষ্টিতে মনে হবে, সরকার খুব কড়া মনোভাব নিয়েছে এখানে। বাস্তব বলছে, দেশজুড়ে বিক্ষোভের মাঝে মোদি এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একেবারে

চূপ। তাঁদের জোটের অন্য নেতারাও চূপ। বরণ চিরাগ পাসোয়ানের মুখে অন্য কথা। এই নীরবতা কি কৌশল, না অস্বস্তি? প্রশ্নটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। যে দুটোকে ইস্যু করে বিজেপি পেরের পরে মনে নিরাবন জিতবে, সেই দুটো ইস্যুই বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ করছে না। সম্পূর্ণ আডালে চলে গিয়েছে। এক, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ তৈরি করে ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি। দুই, মন্দির ইস্যু। রাম মন্দিরে অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগের পর এবার নতুন মন্দির বানানো নিয়ে প্রশ্ন তোলাও বিপজ্জনক। সেখানেও চোর চোর স্লোগান উঠাতে পারে। ধর্মের আবেগ দিয়ে, পাকিস্তানকে গালাগাল দিয়ে মামুষের দেনদেনি ফোড কতদিন চাপা রাখা সম্ভব, সেই পরীক্ষার মুখেই এখন শাসকদল।

সন্দেহ নেই, বিজেপি এখন শুধু ওয়েট অ্যান্ড ওয়াটের খেলায় নিমগ্ন। তারা গভীরভাবে লক্ষ করবে, বিরোধীদের ইন্ডিয়া মঞ্চ কতদিন টেকে। রাহুল গান্ধি যতই মিছিরের একদিকে নেহা, অন্যদিকে প্রিয়াকাকে নিয়ে হাট্টুন না কেন, ইন্ডিয়া মঞ্চ

সব সময়ই নড়বড়ে। জনশ্রোতে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিল তাদের বাস। যেভাবে বিশ্বকাপ জেতার পর স্পেন বা আর্জেন্টিনার টিমবাস যায়। অবাক লাগবে, নীচ থেকে লাল পতাকা তুলে অখিলেশ যেভাবে বাসের ওপরে তা নশলায় তব্বী নেহার হাতে তুলে দিলেন। এই এক্যের হাওয়াতেও অনেক কাঁটা ছড়ানো।

জেটসম্প্রী হিসেবে মমতা কখনও ভরসা করার মতো নন। এখন চরম বিপদে, তাই রাহুল-সোনিয়ার পাশে একটু অভিজিকেল পেলেই আবার কী করবেন, দেবতারাও জানেন না।

অখিলেশও তে। উত্তরণদেশে যোগীরাচল টলমল, তবু কংগ্রেস-সমাজবাদী জোট জমাট করতে পারেনি। সবচেয়ে বাগড়া দেবেন স্থানীয় নেতারা, নিজস্ব স্বার্থে। একই রকম পরিস্থিতিতে সিপিএমের বাংলার নেতারাও। এ বছরেরও তারা একবার বেশি আসন পাননি, তবু মুখে অনেক বড় বড় কথা। জাতীয় রাজনীতির তত্ত্বকথা বাংলায় খটতে দিতে নাজির। সিপিএমের অন্য রাজ্যের নেতারা যখন দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভে অনড়,

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

দিল্লি-২৪০ ও ১০১/৩
বাংলা-৪২৯
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর : থমথমে মুখচোখ। শরীরিভাষায় একরাশ হতাশা। বিরক্তিও।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠের সাজঘরের সামনের বারান্দা থেকে হনহন করে হেঁটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কোচ লক্ষ্মীরতন গুপ্তা।

দলের ক্রিকেটারদের আলাদাভাবে ডেকে নিলেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরশের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন। আর তারপরই মহম্মদ সামি (১৮/০), আকাশ দীপ (১৫/১), মুকেশ কুমারদের (১৭/১) নিয়ে বৈঠক শুরু করে দিলেন। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজ নিয়ে প্রথম দিনের খেলার



আকাশ দীপের শর্ট বলে বৃকে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দিল্লির যশ ধূল। মঙ্গলবার কল্যাণীতে রনজি ট্রফির মাঠে।

শেষেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন সামি। তার পর্যবেক্ষণ যে ভুল ছিল না, আজ তৃতীয় দিনের খেলায় বারবার তা প্রমাণ হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে কল্যাণীর ‘ডাবল পেসড’ বাইশ গজ আরও মন্থর হয়েছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হয়েছে। সঙ্গে অমির গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের মতো স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন। গতকালের ৩০৪/৩ থেকে শুরু করে আজ সুদীপকুমার ঘরামি (১৩৩) ও অভিষেক পোড্ডেল (১৪৯) খুব বেশি সময় থাকতে পারেননি উইকেটে। তারা ফেরার পর সুনন্ত গুপ্ত (৫০) ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন।

বাকিদের কেউই ব্যাট হাতে বড় রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ১৮৯ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মন্থর ও হতাশার ব্যাটিং দিল্লির। তৃতীয় দিনের শেষে দিল্লির স্কোর ১০১/৩। এখনও ৮৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলা কাল

সরাসরি দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর সেই স্বপ্নপুরণের পথে ভরসা হিসেবে রয়েছেন সামি-আকাশ-মুকেশরা।

শেষ বিকেলের কল্যাণী আজ জমজমাট। একদিকে বাংলা বনাম দিল্লির চলতি রনজি ম্যাচ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আগ্রহ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই বেশ কিছু

রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।

-লক্ষ্মীরতন গুপ্তা

পূজোর উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। ফলে কল্যাণীর সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পূজোর আমেজে ঢুকে পড়েছে। বাংলা দলের অন্দরে এখনও সেই পূজো পূজো ব্যাপারটা নেই। বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের শেষদিন। বাকি থাকা সাত উইকেট নিয়ে সামি-আকাশ-মুকেশরা যদি আগামীকাল জয়ের



আয়ুষ দোসেজাকে আউট করে উল্লাস মুকেশ কুমারের। ছবি : সিএবি

স্বপ্নপূরণ করতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দলের অন্দরে উৎসবের আমেজ ঢুকে পড়বে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পূজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী

করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।’ ১৮৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির অতি মন্থর ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা চলছে। তার মধ্যেই আজ দিল্লির যশ ধূল (০) ব্যাটিং করতে নেমে আকাশের প্রথম ডেলিভারিতেই আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, যশের চোট গুরুতর নয়।

মাসের সেরা গিল, শেফালি

দুলাই, ১৩ অক্টোবর : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা প্লেয়ারের দৌড়ে ভারতের ‘জোড়া ধামাকা’। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পেলেন শুভমান গিল ও শেফালি ডামা। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন শেফালি। শুভমান অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে স্নপের ফর্মে ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ মাসের সেরার সম্মান।



তৃতীয়বার একই মাসে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে সেরা হলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। শুভমান আগেও চারবার এই সম্মান পেয়েছেন। এবারের নিয়ে পাঁচবার। যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় কোনও পুরুষ খেলোয়াড়ের নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা দলের অধিনায়ক হেইলে ম্যাথিউজ পাঁচবার আইসিসি-র ‘প্লেয়ার অফ দ্য মাস’ হয়েছেন।

প্রতিক্রিয়ায় শুভমান বলেছেন, ‘পঞ্চমবার পেলাম। দারুণ অনুভূতি। যাঁরা আমাকে নিবাচিত করেছেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রানের মধ্যে থাকা, ঘরের দর্শকদের সামনে রান তাড়ায় সাফল্য পাওয়ার মধ্যে বাড়তি তৃপ্তি মেলে, আত্মবিশ্বাস জোগায়। আগামী বছর বিশ্বকাপ রয়েছে। এই মানটা বজায় রাখতে আমার বন্ধপরিকর।’ শেফালি বলেছেন, ‘আবার বেরা হওয়াটা আমার কাছে সেরা সম্মান। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে দলের সাফল্যে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি খুশি।’

পিএসজি-র চ্যালেঞ্জে তৈরি সিটি প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে নামছেন মোরিনহো



পিএসজি-র বিরুদ্ধে নামার আগে জিম সেশনে আলিঁ ব্রাউট হালাডা। মঙ্গলবার।

লন্ডন, ১৩ অক্টোবর : অনেক আশা আশঙ্কার মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে ম্যাক্সেস্টার সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ। গত ১৫ বছরে জেতা শিরোপাগুলি কেড়ে নেওয়া কিংবা ইপিএল থেকে বহিস্কারের মতো কঠোরতম শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে ম্যান সিটির। এই পরিস্থিতিতে তারা ভারতীয় সময় গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সঁ জাঁ।

প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ইপিএলে দারুন ছন্দে ম্যান সিটি টানা ছয় ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে। শেষ ম্যাচে

লিভারপুলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। সেই ছন্দে পিএসজি-র বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চায় এনজে মারেক্সার ছেলেরা। তুলনায় একটু ছন্দহীন লুইস এনারিকের দল। শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি জয়। তবে এই ম্যাচে পিএসজি খেলবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে। টানা তিনবার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানি তাদের সামনে। এটাই বাড়তি অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এনারিকের দলকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে অস্ট্রিয়ান দল লিনজার অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ক্লাবের (এলএসসি) বিরুদ্ধে।

শেষ ম্যাচে ম্যান সিটির কাছে হেরে বেশ চাপে রেডস শিবির। এই ম্যাচে আলেকজান্ডার ইসাক ও কোডি গাকপোকে পাছে না লিভারপুল। ডোমিনিক সোবোস্লাইও অনিশ্চিত। তবে রায়ান গ্রাডেনবার্চকে পাছে আন্দোনি ইরাওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে ইতালির এএস রোমার বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এলএএসকে বনাম লিভারপুল

ফের্দু বনাম কোমো

সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

ম্যাক্সেস্টার সিটি

বনাম প্যারিস সঁ জাঁ

এএস রোমা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ

বোডো/গ্লিমট বনাম বরুসিয়া উটমুন্ড

শাখতার দোনেস্ক

বনাম এইকে এথেন্স

রিয়াল বেটিস বনাম এফসি পোর্টো

অ্যাস্টন ভিলা বনাম ফেনেরবাখ

য়েভান ব্রাজিয়াভা

বনাম স্টুটগার্ট এফসি

সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সেন্টচার : সোনি স্পোর্টস

নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে ও পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো।

লা লিগায় জিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলেও মোটেও আহামরি ছিল না। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বারবারই ভিন্ন মেজাজে দেখা যায় এখনের দলটিকে। এখনও পর্যন্ত নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি বনার্ভে সিলভা। ছন্দহীন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারও। তাই কাজটা একটু হলেও কঠিন রিয়ালের কাছে। সামনেই রয়েছে এলা ক্লাসিকো। তার আগে

নিজেদের হন্দ ফিরে পেতে রোমা ম্যাচ পাখির চোখ কিলিয়ান এমবাপেদের।

তেরোর গেরোয় ফাঁসলেন বাভুমা

হ্যাজেলউডের ছয়ে এগোল অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ১৩ অক্টোবর : আনলাকি খার্টিস। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১২টি টেস্টে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেছিলেন টেন্ডা বাভুমা। তেরো নম্বর টেস্টে তার সেই রথ থামিয়ে দিলেন জিম্বা। প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে জেশ হ্যাজেলউডের (৪৯/৬) দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৬.৫ ওভারে ২০৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয়। ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে দাপট দেখানোর পর অফস্পিন বোলিয়ের ম্যাট রেনসের (৩০/২) শিকার বাভুমা (১) ও কাইল ভেরেইনি (১)।

ডারবান টেস্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও তার হাতে উঠেছে। জয়ের জন্য ৪২১ রানের টার্গেট নিয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা গতকালই ১০২ রান তোলার ফাঁকে টপ অভয়ের চার ব্যাটারকে হারিয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের হয়ে যেটুকু লড়াই তা পাওয়া গেল আইডেন মার্করামের থেকেই। ২৩৭ বল খেলে তিনি ৭৫ রান করেন। কিন্তু এদিন দুই অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন (৩৫) ও উইয়ান মুন্ডার (২৯) ছাড়া কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি।



কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি। রবিবার

রবিবার থেকে গকেবেরহায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে।

কোচকে সরিয়ে দল ঘোষণা প্যারা এশিয়াডের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে এশিয়ান প্যারা গেমসের জন্য ১৬৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। ১৮ অক্টোবর থেকে প্যারা এশিয়াডের আসর বসছে জাপানের আইচি-নায়গায়োয়। তার আগেই দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম ও স্বজনপোষণের অভিযোগে তোলাপাড় হয়েছে এদেশের ক্রীড়ামহল। প্যারা শুটার এবং সাইক্লিস্টদের আকাশ দল নির্বাচন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে নামেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় অবশেষে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় ক্রীড়ামন্ত্রক। ভারতের প্যারা শুটিং কোচ জয়প্রকাশ নটিয়ালকে দলের কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছিল, নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া না মেনেই শুটারদের নির্বাচন করেছে কোচ জয়প্রকাশ। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তহরুপের অভিযোগও তোলেন খেলোয়াড়রা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করে বিচার চান। সব দিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত কোচকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞ জীবন এল রাইয়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। প্যারা গেমসের জন্য ভারত মোট ২৭৫ জনের দল জাপানে পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে ১৬৬ জন অ্যাথলিট। ক্রীড়াবিদরা মোট ১০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন।

রোকে-কে জোড়া শর্ত মানহাসের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : বয়স নয়। ফিটনেস আর পারফরমেন্সই নির্বাচনের মাপকাঠি।

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা'র টিমে থাকা প্রসঙ্গে এমনই জোড়া শর্তের কথা শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ডোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস। শ্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বোর্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মতে, নির্বাচন নিয়ে শেষকথা বলবে নির্বাচক কমিটি, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন বয়স কখনোই নির্বাচনের মাপকাঠি হতে পারে না।

‘বিশ্বকাপ দল বাছবেন নির্বাচকরাই’

আগামী বছর বিশ্বকাপের সময় বিরাট চল্লিশের কোঠায় পা রাখবেন। রোহিত একচল্লিশ প্লাস। তবে মানহাসের যুক্তি, ‘রিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলতে পারি, এই নিয়ে কিছু বলার অবস্থায় নেই আমরা। কারণ নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে নির্বাচক কমিটি ও কোচদের ওপর। তবে আমরা মতে, ফিটনেস ও পারফরমেন্সই মাপকাঠি হওয়া উচিত, বয়স নয়। কেউ যদি খেলার মতো ফিট থাকে এবং দলের জয়ে অদান রাখতে পারে, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।’

বোর্ড সভাপতির যুক্তি, বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞদের পাশে পেয়ে উপকৃত অধিনায়ক শুভমান গিলও। মিঠুন



বলেছেন, ‘দলে বিরাট, রোহিত, হার্দিকের (পাড়িয়া) উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ওকে সাহায্য করছে। জসপ্রীত বুমা'রও আছে। যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে। কেউ আবার ফিল্ডিং ক্যাপ্টেন। এর ফলে দায়িত্ব, ওয়ার্কলোড অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সুবিধা অধিনায়কেরই। আর চাপের মধ্যে ওরা (বিরাট, রোহিত) বারবার দায়িত্ব সামলেছে। দলকে বসদ জুগিয়েছে। সবমিলিয়ে নবীন-প্রবীণ মিলে যথাযথ কন্ট্রিনেশন।’

প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ মনে করেন, ব্যাটাররা সুবিধা পাবে দক্ষিণ আফ্রিকা'য়। কারণ বর্তমানে ওখানকার পিচ অনেক বেশি ব্যাটিং সহায়ক হয়ে গিয়েছে। বিরাট, রোহিতের উপস্থিতি সেদিক থেকে ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক দিক। কাইফের মূল চিন্তা বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে কাইফের পরামর্শ, ‘ব্যাটাররা বিশ্বকাপে দাপট দেখানো। যা সমালোচনা বোলিং রিগেড শক্তিশালী হওয়া জরুরি। সফল্য পেতে হলে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের ফরকসেকরনের দ্রুত সমাধান জরুরি।’



চণ্ডীগড়কে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারানোর পর ফোটোসেশনে মুম্বইয়ের তুষার দেশপাণ্ডে, তনুয কোটিয়ান, শামস মুলানিরা। মঙ্গলবার।

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেলেন মহম্মদ সিরাজ। তিনদিনেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪০ রানের বিশাল জয় তুলে নিল সিরাজের নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদ। ইনিংস হার বাতাসে ১৬১ রান দরকার ছিল। কিন্তু বাইতি স্পিনার তনয় ত্যাগরাজনের (৫২/৬) স্পিন যুগির সামনে ১২০-তেই আটকে যায় ত্রিপুরা।

দুই উইকেট নেন সিরাজ। ম্যাচ শেষে সিরাজ বলেছেন, ‘মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।’ মেন্টর ওয়াসিম জাফরকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। সিরাজের কথা, ‘ওয়াসিমভাই ব্যাটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে রান করতে হয়। ওর উপস্থিতিতে দল, বিশেষত নতুনরা উপকৃত।’

তিনদিনে চণ্ডীগড় বধ মুম্বইয়ের

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৪০ রানের বিশাল জয় দিয়ে রনজি অভিভান শুরু করেছে মুম্বইও। মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ফলোঅনের পর খেলতে নেমে তুষার দেশপাণ্ডে (৩৭/২), তনুয কোটিয়ান (৩০/৩), শামস মুলানিদের (৬৯/৩) সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৫-তে অলআউট চণ্ডীগড়। জয়ের মাঝেও বড় ঝুঁকি ঘেঁড়-৪ হ্যামসিঙ্ঘয়ের চোটে লগ্না সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন সব অধিনায়ক আয়ুষ মাের।

বিহারের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ২৬৬ রানে জয়ী উত্তরপ্রদেশ। ৫৪০ রানের জবাবে বিহার দুই ইনিংসে করে মাত্র ১৪১ ও ১৩২।

স্বরণ (২১।) আগামীকাল শেষদিনে উত্তেজক সমাপ্তির হাতছানি। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর বল হাতেও দাপট রবীন্দ্র জাদেজার। রাজকোটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩৯৩-র জবাবে ছত্তিশগড় করে ৩১২। দলের পক্ষে সবায়িক ৩ উইকেট নেন জাদেজা।



মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।

অসম-পাঞ্জাব ম্যাচে মূল লড়াই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়ে পয়েন্ট নিশ্চিত করার। তৃতীয় দিনের শেষে অসমের ৩৭৩ রানের জবাবে পাঞ্জাবের স্কোর ২৮৭/৫। হরনুর সিংকে (৫৪) নিয়ে ১৩৭ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়নে অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলে সদস্য বিহান মালহোত্রা (১০৩)। বিহানের সুবাদে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ১৯৫/১। এখান থেকে অসমকে ম্যাচে ফেরান বোলাররা। আপাতত প্রথম ইনিংসে লিড পেতে পাঞ্জাবের দরকার আরও ৮৭ রান। হাতে অবশিষ্ট ৫ উইকেট।

‘চাকরি’ খুঁজছেন বিরাট!

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ৩৭ বছর বয়সে কি চাকরি খুঁজছেন বিরাট কোহলি? চাকরি প্রার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘লিঙ্কডইন’-এ নিজের প্রোফাইল খুলেছেন ‘চেজ মাস্টার’। দীর্ঘ পোস্টও করেছেন এই নিয়ে। নিজের ভাবনা, লক্ষ্যের কথাও বিস্তারিতভাবে যে পোস্টে তুলে ধরেছেন। মূলত ক্রীড়াসংগঠন প্রস্তুতকারক অ্যাজলিটিস ও ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্যই বিরাট উদ্যোগ। অ্যাজলিটিসে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছেন বিরাট। ওয়ানচ-ওয়ার্ল্ড নিজের ব্র্যান্ড। ‘লিঙ্কডইন’ প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের জোড়া ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজে।

মাহিকে নিয়ে আশায় সিএসকে

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর : দলে থাকলেও ২০২৬ আইপিএলে একটা ম্যাচেও মাঠে নামেননি। প্রশ্ন উঠছে আগামী আইপিএলে ক্রিকেটার নাকি নতুন কোনও ভূমিকায় দেখা যাবে



মহেন্দ্র সিং ধোনি'কে টানা পোডেরের মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন মাহি সমর্থকদের জন্য আশার খবর শোনালেন। আশাবাদী, আগামী মেগা লিগে বাইশ গজে ব্যাট হাতে দেখা যাবে বছর পঁয়তাল্লিশের ধোনি'কে। কাশী বলেছেন, ‘এই প্রশ্নটা (মাহির খেলা নিয়ে) ওকেই করা উচিত। আমিও ভিজ্ঞাসা করব। আমাদের জিজ্ঞিয়েছে, চেন্নাইয়ে পৌছানোর পর সিদ্ধান্ত জানাবে। আমার ধারণা সিএসকে-র হয়ে ওর খেলা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখনও ধোনি আমাদের দলের অন্যতম ক্রিকেটার।’

রোহিতকে নেতৃত্বে ফেরানোর ভাবনা মুম্বইয়ের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : সফলতম অধিনায়ক রোহিত শমার ওপরই কি ফের আস্থা রাখতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? অধিনায়ক হার্দিক পাডিয়াকে নিয়ে আগেই মোহভঙ্গ হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তৃদেব। গত দুই আইপিএলে অধিনায়ক ও ব্যাটার, জোড়া দায়িত্বেই ব্যর্থ। চোটআখাতও পথের কটা। নেতৃত্বের অপর দাবিদার সূর্যকুমার যাদবও অফ-ফর্ম। এনেন পরিস্থিতিতে রোহিতকে অধিনায়ক হিসেবে ফেরানোর ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে।

দৌড়ে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক তিলক ভামাও রয়েছে। তবে পাঁচচারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকতারা তিলককে নিয়ে ধীরে চলার পক্ষে। সুবের

দিল্লির ব্যাটিং কোচ যুবরাজ



খবর, রোহিতকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে, ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তিলককে। সেক্ষেত্রে রোহিতের তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার কিছুটা সময় পেয়ে যাবেন বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার।

শুধু নেতৃত্ব বদল নয়, হার্দিককে সম্ভবত ট্রেডের ভাবনা রয়েছে মুম্বইয়ের। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হওয়ার কথাও সামনে এসেছিল। মুম্বই সবথেকে আগ্রহী হার্দিকের বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে যশস্বী জয়সওয়ালকে পেতে।

সর্বমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিকের ভবিষ্যৎ যোর অনিশ্চয়তার মধ্যে। এদিকে, রোহিতকে নিয়ে মুম্বইয়ের নতুন ভাবনার মাঝে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের নাম ঘোষণা করল। হেড কোচ তথা নিজের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌভদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন যুবি। প্রতিপ্রক্রিয়া যুবরাজ বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নতুন শুরু কর অপেক্ষায় মুখিয়ে আছি। আমি উত্তেজিত। দাদার সঙ্গেও ফের কাজ করার সুযোগ পাব। এবার কোরের ভূমিকায়। আমি নিশ্চিত দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে।'



শতরানের পর সৈদিকুল্লাহ অটল।

বাংলাদেশকে রুখলেন অটলরা

আবু ধাবি, ১৩ অক্টোবর : ৪৭৯ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে আফগানিস্তানের জয়ের রাস্তা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন লিটন দাসরা। এরপর গতকাল শেষবেলায় ৩ উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশ জয়ের পথেই ছিল। টেস্টের শেষদিনে মঙ্গলবার মরিয়া লড়াইয়ে সৈদিকুল্লাহ অটলরা (১১১) ম্যাচ ড্র করে দেন। টেস্টে যখন দাড়ি টেনে দেওয়া হয় তখন দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানের স্কোর ৩৪৬/৮। এবাদত হোসেন (৫০/৩), মেহিদি হাসান মিরাজদের (৭৩/৩) প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে সৈদিকুল্লাহর লড়াইয়ে শেষদিনে সংগত করেন হাশমাভুল্লাহ শাহিদি (৩৬), ইক্রাম আলখিলরা (৩৩)। এমনকি নয় নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা কাইস আহমদ ৪৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

কলকাতায় এল ক্লাসিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পূজোর পরেই ফের মেগা ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে স্প্যানিশ এল ক্লাসিকো। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় বার্সেলোনা লেজেণ্ডস দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ লেজেণ্ডস দলের। যুববার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ এই ঘোষণা করেছেন। তবে টিকিটের দাম কী হবে, কবে থেকে টিকিট ছাড়া হবে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। রিয়াল ও বাসার হয়ে কারা খেলবেন সেটাও এখনও জানা যায়নি। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে লুইস ফিলিপো, কার্লোস পুগলসের মতো অতীতের তারকারা আসতে পারেন।

বৈভবকে নিয়ে টানা পোড়েন

চারমিনার শহরে সিরিজ দখলে চোখ শ্রেয়সদের

হায়দরাবাদ, ১৩ অক্টোবর : নিজামের শহর। কারও কারও কাছে বিরিয়ানির শহর। শহরের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক স্মারক চারমিনার। যার টানে প্রতি বছর ভ্রমণপিপাসুরা ভিড় জমান ইতিহাসবিজ্ঞিত হায়দরাবাদে। বৃথবার অবশ্য ইতিহাস নয়, ক্রিকেট-জুড়ে আক্রান্ত মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণের শহর। ভারতীয় দলের জন্য হাতছানি আরও একটা সিরিজ জয়ের। তিন ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ২-১। আগামীকাল জিতলে সিরিজ নিশ্চিত।

রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই লক্ষ্যে নামছে শ্রেয়স আইয়ার রিপেড। রাঁচির হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইন্দোরে ব্যাটে-বলে দাপুটে জয় এসেছে। হায়দরাবাদ যে ধারা বজায় রাখতে বন্ধনরিকর 'মেন ইন ব্লু'।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সম্ভা ৭টা, স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস
নেটওয়ার্ক ও জিওটস্টার

ঘরের ছেলে তিলক ভামা সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই বলছিলেন। সাফ কথা, সিরিজ জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ করতে নারাজ তারা।

ঘরের মাঠ নিয়েও আবেগতাড়িত। তিলক বলেছেন, 'নিজের শহরে খেলা আলাদা অনুভূতি। নতুন করে পিচ তৈরি করা হয়েছে এখানে। সর্বকিছু খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত গেমপ্ল্যান তৈরি করা হবে।' তবে বিগহিটার সমৃদ্ধ ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে আক্রমণাত্মক বোলিং স্ট্র্যাটেজি গুরুত্ব পাবে। তিলকের কথায়, নিয়মিত উইকেট তুলে নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে।

ব্যাটিং পজিশন নিয়ে বাতাও দিয়ে রাখলেন টি২০ দলের সহ অধিনায়ক। তিলকের কথায়, 'তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে ভালোবাসি। পাওয়ার প্লে-তে বৃত্তের বাইরে মাত্র ২ জন ফিল্ডার থাকার সুবিধা পাওয়া যায় শুরুতে নামলে। তবে দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে (চলতি সিরিজে ৫-৬ নম্বরে খেলছেন) মেলতে প্রস্তুত আমি।' ব্যক্তিগত ইচ্ছে নয়, দলের চাহিদাই গুরুত্বপূর্ণ।

হাইস্কোরিং ম্যাচের পরস্পরা রয়েছে

হায়দরাবাদে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথেও পরস্পরা ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিট ফল, আতশি ব্যাটিংয়ের পূর্বাভাস। প্রশ্ন, সুবিধাটা সেই হোপ, শেরফানে পাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, রোভমান রাওয়েলরা নেনেন নাকি অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়সরা টেকা দেবেন?

দুই দলের তারকা ব্যাটারদের ভিড়ে কালকের দ্বৈরথে সিরিজে এখনও সুযোগ না পাওয়া বৈভব সূর্যবংশী ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশ্বায় বালককে খেলানোর দাবি উঠলেও সঞ্জু অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। তবে পাটা পিচ, তুলনামূলক



সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে তিলক ভামা। বৃথবার নামবেন সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে।

ছোট বাউন্ডারির কথা মাথায় রেখে পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বল গৌতম গম্ভীরের কোটে। তবে প্রথম এগারো কী হবে, তার জন্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতের ম্যাচ। ফলে কয়েন যুদ্ধ ফের ফ্যাক্টরি। দুই শিবিরের স্লোগানও এক-টসে জিতে ফিফিঙ।

ইন্দোরে পথের কটা শাহি হোপকে গুরুত্ব আউট করে স্বস্তি দিয়েছিলেন অদীপ সিং। কালকের নীল নকশাতেও অগ্রাধিকার হোপকে দ্রুত ফেরানো। অদীপ জানিয়েছিলেন, হোপের জন্য নিদিষ্ট প্ল্যান ছিল। তারই সফল পেয়েছেন। আগামীকাল?



নেটে টানা অনুশীলন করে গেলেও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর।

উত্তরের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে নিজামের শহরের ক্রিকেট দ্বৈরথের ভাগ্য। অবশ্য ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপে বারুদের অভাব নেই। কখন কে বিশ্ফোরণ ঘটাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।

আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলার সুবাদে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়াম অভিষেকের ঘরের মাঠ। আর এই মাঠে ঝড় তোলটা কার্যত 'বয়ে হাত কা খেল'। চলতি সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মের হয়েছেন। চেনা মাঠে আগামীকাল উপ গিয়ারে ব্যাট চালাতে চাইবেন। সানরাইজার্সের আরেক তারকা ঈশান কিষানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ব্যাটারদের দাপটের মাঝে রোস্টন চেজ কিছুটা ব্যতিক্রম। স্পিন ঘূর্ণিতে ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছেন। গত ম্যাচে অভিষেক যে জাল কেটে বেরোতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঘরের মাঠে তিলকও মুখিয়ে থাকবেন হাউস ইনিংস খেলতে। আগামীকাল কে বা কারা বিডে মিলিয়ে বাজিমাত করতে পারেন, সেটাই দেখার।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

-খবর এগারোর পাতায়

সুযোগ নষ্টের খেসারত : হাবাস

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজতেই একরশ শহাশা নেমে এল গ্যালারিতে। পরিশ্রান্ত লাল-হলুদ ফুটবলাররা মাটিতে বসে পড়েছিলেন।

আল হুসেইন ম্যাচের পুনরাবৃত্তি। জর্ডনে গিয়ে ২-০ এগিয়ে থেকে ২-২ গোলে ড্র। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে লিড নিয়ে ২-৩ গোলে হার। অথচ একটা সময় মনে হয়েছিল আল জাওরা ম্যাচের স্মৃতি ফেরাতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেবার কার্লিন চ্যাপম্যান হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এদিন প্রথমার্ধ দেখে মনে হয়েছিল চ্যাপম্যানকে ছুঁতে চলেছেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধ। কিন্তু কোথায় কি? দ্বিতীয়ার্ধে ভদ্রুর রক্ষণভাগ ও সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল ইস্টবেঙ্গল।

প্রথমার্ধেই আরও দুই-তিনটি গোল হয়ে পারত। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। ম্যাচের পর

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২ (ডেভিড-২) আল শোভা এফসি-৩ (আহমেদ, হুসেন ও কুকু)

সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সমর্থকদের শরদ উৎসবে জয় উপহার দিতে পারলেন না আনোয়ার আলি-ডেভিড লালহালানসাদ্ধার।

প্রথমার্ধেই অন্তত চার গোল দিয়ে খেলা শেষ করে দেওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাকের আল শোভা এফসি-র বিপক্ষে দুইবার এগিয়ে থেকেও ম্যাচটা শেষপর্যন্ত ২-৩ গোলে হেরেই ফিরতে হচ্ছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে। আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করার পরেও কেন তাঁকে ফাইনালে নামাননি হাবাস, সেটা এদিনের খেলায় পরিষ্কার। তরতাজা অবস্থায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচে নামাতে চেয়েছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। প্রথমার্ধের পুরো সময়টা যেন আশুন বারানেন এই মিজো স্টাইকার। মাত্র ৯ মিনিটে গোল। ড্যানি রায়মিরেজের মাইনাস ধরে বলটা তুলে দেন হার্দিক ভট্ট।

অসাধারণ হাফ টার্ন করে নেওয়া শট গোল ডেভিডের। দ্বিতীয় গোলাটা ৪১ মিনিটে। এবার বঙ্গের বাইরে থেকে ড্যানি ফ্রি কিং নিলে তা থেকে মহম্মদ বসিম রশিদের মাইনাস এবং ডেভিডের গোলে বল ঠেলেতে ভুল হয়নি। কিন্তু তিনি গোল করেও নিজের দোষ ঢাকতে পারবেন না। প্রথমার্ধেই ম্যাচটা শেষ করে সাজখরের ফেরার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু একের পর এক নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিতে হল। অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে ডেভিড ৬ গজ বঙ্গের মাথো থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথমার্ধে ওই অসাধারণ পারফরমেন্সের মধ্যেই একটা বিশ্রি গোল খেয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য চাপ তৈরি করে রাখে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ মিনিটে কবেন রায়মিরেজের কনার থেকে অন্তত দুইটি হেড ছিল। যা ঠিকঠাক না হওয়ায় গোলে না ঢুকলেও ফের রুবেন এসে বল তুললে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজের

একটা ড্রপ হেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলেন প্রভস্থান সিং গিল।

ঘটনা হল, এই অর্ধেই যদি ডেভিডের গোলগুলো হত তাহলে হয়তো ম্যাচে ফিরতেই পারেন না আল শোভা। বিশ্বকাপার গোলকিপার জালাল হাসানের পারফরমেন্স এদিন কিছু ক্ষেত্রে ভালো হলেও অসাধারণ নয়। তাঁর যে চোট ছিল তা বারবার মাঠে শুয়ে পড়ায় বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেনি হাবাসের দল। উলটে ২-১ এগিয়ে থাকাটাই যেন কাল হল ইস্টবেঙ্গলের।

বিরতির পর ফিরে এসেই পরপর গোল

১০ জনে কিছু সুযোগ তৈরি করলেও এই সময়টা ইস্টবেঙ্গলেরই সুযোগ ছিল বেশি। ড্যানি, ডেভিড, লুকাস জোলিনস্কি ও আকে আনউপ লোবা, প্রত্যেকে পয়েন্ট নষ্টের দোষে দোষী। তেমনি ডিফেন্সে এদিন আনোয়ার আলি-দিয়েগো জিভুলিচ জুটি অসম্ভব খারাপ। প্রতিপক্ষ লাল-হলুদ বঙ্গের ঢুকলেই পরিস্থিতি

আহি হয়েছিল। তবে এই আল শোভাককে আহামরি লাসেনি। এবারের ইরাকি লিগে কেন তারা ৫ নম্বরে, সেটা খেলায় পরিষ্কার। হাবাস এদিন বিপিন সিং, লোবা ও জোলিনস্কিকে পরে নামান।

আল হুসেইন ম্যাচের মতোই এদিনও দুইবার এগিয়ে থেকেও তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এর ফল কিন্তু পরে ভুগতে হতে পারে। ঘরের মাঠে অন্তত ড্র না করতে পারলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া কঠিন হবে।

ইস্টবেঙ্গল এফসি : প্রভস্থান, হার্দিক (বিপিন), আনোয়ার, জিভুলিচ, নুসা, জয়, রায়মিরেজ (লোবা), রশিদি, জিকান, এডমুন্ড ও ডেভিড (লুকাস)।

আল শোভার বিরুদ্ধে দুইবার ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড লালহালানসাদ্ধ। তবে দিনের শেষে হার হজম করতে হল লাল-হলুদ শিবিরকে। ছবি : ডি মণ্ডল



৩ পয়েন্ট হাতছাড়া করে হতাশ জিকসন সিং, আনোয়ার আলি। ছবি : ডি মণ্ডল

৪ উইকেট দেবায়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ঋতম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঋতম চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন মাঠে টসে হেরে জাভেদ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১১ রান তোলেন। রিয়াজ আনসারি ৩৮ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ কালু ৬ রানে পেয়েছে



ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে শুভজিৎ কালু ও অর্জুন সাহানি।

৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে অভিষেকও (২৩/২)। জবায়ে ইসলামপুর ১৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। প্রিয়শিস রজক ৩৫ ও নিলয় ব্যাপারি ৩৩ রান করে।

পরে আশ্বে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৩ রানে ইসলামপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে আশ্বে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রান তোলেন। রোহন পান্ডেয়ান ২৯ ও ম্যাচের সেরা অর্জুন সাহানি ১৫ রান করে। দেবায়ন কুণ্ড ১৬ রানে পেয়েছে

৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে প্রিয়শিসও (১৪/২)। জবায়ে ইসলামপুর ১৯.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক ২০ ও প্রিয়শিস ১৯ রান করে। দেবাংশ আগরওয়াল ১৩ ও শ্রেয়াংশ আগরওয়াল ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট।



চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ঝমকলাল লেউসিপাখরি।

চ্যাম্পিয়ন ঝমকলাল

রাজগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ঝমকলাল লেউসিপাখরি। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাহান সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। বলদাপুরু নেতাঞ্জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নিধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা ঝমকলালের গোলকিপার আরমান। ছবি : দেবব্রত সেন

SILIGURI STAR HOSPITAL

DEPARTMENT OF GENERAL LAPAROSCOPIC & CANCER SURGERY

AREA OF EXPERTISE:

- General Surgery
- Laparoscopic Surgery
- Laser Surgery
- Oncological Surgery: Breast Cancer, Stomach Cancer, Colon Cancer

DR. VISHANT DEO
MBBS, MS GENERAL SURGERY
EX AHIMS, NEW DELHI
& EX TATA CANCER MUMBAI

CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060

starhospitalsig@gmail.com
www.starhospitalsig.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005